চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ – ৬ আষাঢ়, ১৪৩১ ঃ ১৫ জুন – ২১ জুন, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 33, 15 June - 21 June, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভোটের ফল বেরোবার পরে ফের উত্তপ্ত হয়ে

উঠল মনিপুর। এত দিন ধরে শান্ত থাকা অসম সংলগ্ন জিরিবামে এক মেইতেই ব্যবসায়ীর গলাকাটা দেহ জঙ্গল থেকে উদ্ধার হওয়ার পরে শুরু হয়েছে কুকিদের উপর হামলা।

রবিবার : ভোট পরবর্তী হিংসায় মেতেছে বাংলার উত্তর থেকে

দক্ষিণ। কোথাও আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়ি, কোথাও কংগ্রেসের অফিস। বাদ যাচ্ছে না বামেরাও। হুগলির গোঘাটে আক্রান্ত পুলিশ।

সোমবার : নতুন মন্ত্রীদের শপথের দিনেই জঙ্গী হামলায়

কেঁপে উঠল জম্মু কাশ্মীর। জম্মুর রিয়াসিতে পর্যটকদের বাসে গুলি চালালো জঙ্গীরা। মৃত্যু হল ৮ জনের, গুরুতর আহত ৩৫ জন। জঙ্গীদের ধরতে শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি।

মঙ্গলবার : টানা বৃষ্টির জেরে নামচি জেলার ইয়াংগাং এলাকার

মাজুয়ায় ভেসে গেল সাতটি বাড়ি। মৃত্যু হল ৮ জনের। বাড়ছে তিস্তার জল, আসছে হড়পা বান। আরও বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি হয়েছে।

বুধবার : স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই বছর

থেকেই সরকার পোষিত ও নিয়ন্ত্রিত স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে চালু করা হবে সার্বিক প্রগতি নিদর্শন পত্র। অষ্টম শ্রেণী পাস করলে পত্রটি দিয়ে দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার : ভোর ৬টায় হঠাৎই কুয়েতের মানগাফ শহরের

এক বহুতলে আগুন লাগলে মৃত্যু হয়েছে ৪২জন ভারতীয়র। আহত হয়ে অনেকে হাসপাতালে। শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ঘোষণা হয়েছে ক্ষতিপূরণের ।

শুক্রবার : ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা

নিট ইউজিতে প্রশ্ন ফাঁস, গ্রেস মার্ক দেওয়া সহ নানা জালিয়াতির অভিযোগে উত্তাল দেশ। সুপ্রীম কোর্ট পরীক্ষা বাতিলের দাবি উড়িয়ে বাতিল করে দিল গ্রেস মার্ক। চাইলে পরীক্ষা দিতে পারবে গ্রেস মার্কিরা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

শপথের পরে পথ খুঁজতে মরিয়া সকলে

নরেন্দ্র মোদী খুঁজছেন জোটযানের মসৃণ পথ

ওঙ্কার মিত্র

বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও এনডিএ'র কাঁধে চেপে হৈহৈ করে ৭১ জন ছোট–বড়–মাঝারি মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গত ৯ জুন তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী। ছুঁয়ে ফেললেন প্রধানমন্ত্রীত্বে হ্যাট্রিক করা জওহরলাল নেহেরুর রেকর্ডও। এবার শুরু হয়েছে পথ সন্ধান পর্ব।

এবারের নির্বাচন মোদীময়। তাঁর জেতা ও হারা ছিল শাসক ও বিরোধীদের কাছে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। সেই ফ্যাক্টরই এখন আরও বড় হয়ে উঠেছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপি না পেয়ে এনডিএ পাওয়ায়। বিজেপির শীর্ষ নেতারা খুঁজতে শুরু করেছেন কোন পথে জোটকে অটুট রেখে এই নতুন চ্যালেঞ্জকে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখে শরিকদের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর বণ্টন, প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিহার–অন্ধ্রপ্রদেশকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সেই পথেরই এক একটা গলিপথ। বিরোধী জোট ইন্ডিও বসে নেই। প্রথমে তারা এনডিএ ভাঙাবার পথে এগিয়েও ফিরে এসেছে নিজেরাই টুকরো হওয়ার বিপদ বুঝে। তারা জানে একবার ঘোড়া কেনাবেচা শুরু করলে বিজেপির সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। ফলে অপেক্ষার পথ বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের এই মুহূর্তে কোনো গতি নেই। তবে ক্রমাগত আঘাত করে যেতে হবে ভাঙার আশায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

পথের সন্ধানে মমতাও

বিরোধী জোটে আছি আবার নেই। এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই দোটানাতেই বাজি মাত মমতা বন্দোপাধ্যায়ের। একই জোটে বাংলা বিরোধীদের সঙ্গে নেই আবার বিজেপি বিরোধীদের সঙ্গে আছি। অসাধারণ ফর্মুলায় কেবল বাঙালি সেন্টিমেন্ট ও সংখ্যালঘুদের অস্মিতাকে কাজে লাগিয়ে ২২ থেকে ২৯ শে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। ঠেকাতে পারেননি মোদীকে। রাজ্যের পাওনা গন্ডার জন্য সেই তাঁর কাছেই দরবার করতে হবে কেন্দ্রে।আবেদন না আন্দোলন, রাজ্য চালাতে এবার কোন পথে হাঁটবেন তার সন্ধান করেছেন মমতা।

এবার গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দুটি দপ্তরকে ভেঙে দিয়েছেন মোদী। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান যাঁর কাছে রয়েছে দীর্ঘ মুখ্যমন্ত্রীত্বের অভিজ্ঞতা। পঞ্চায়েত দপ্তর পেয়েছে জেডিইউ। একশো দিনের কাজের বকেয়া থেকে আবাস যোজনার বাকি টাকার জন্য দ্বারস্থ হতে হবে এঁদেরই। কোন পথে দুই পোড় খাওয়া রাজীনীতিকের মোকাবিলা করা হবে তারই সন্ধান চলছে নবান্নে।

নবান্ন ও কালীঘাটে দুই পর্যালোচনা বৈঠকে অবশ্য কড়া পথের পক্ষে সওয়াল করেছেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তবে শেষ পর্যন্ত মুখে যতটা বলছেন ততটা বর্ষাবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ এর আগে বকেয়া আদায়ের কড়া পথে হাঁটা অভিষেকের পথের কাঁটা হয়ে উঠেছিলেন তিনিই। রণে ভঙ্গ দিয়ে গোঁসা ঘরে খিল দিয়েছিলেন অভিষেক। এবারও তারই ইঙ্গিত মিলছে? বলবে ভবিষ্যৎ।

বিকল্প পথ দেখাচ্ছেন মোহন ভাগবতজী

পাঁচটি বছর অসাধারণ কাজ করা অটল বিহারীর সরকার ফিরতে পারলো না কেন, তা নিয়ে বহুকাল দন্দ্ব ছিল মনে। বছর খানেক আগে এই কৌতূহল অবসানে কথাটা পেড়েছিলাম আরএসএসের এক শীর্ষ কর্তার সামনে। ঠিক বা ভুল জানি না, তবে তাঁর উত্তরে উঠে এল রাজনীতির গভীরে থাকা এক না বলা অধ্যায়। তিনি বললেন, ২০০৪ এর নির্বাচনের মাস কয়েক আগে যখন শাইনিং ইন্ডিয়া ও ভারত উদয় রাজনীতির ময়দান কাঁপাচ্ছে তখন একদিন অটল বিহারী বাজপেয়ী নাকি উপস্থিত হয়েছিলেন তৎকালীন আরএসএস প্রধানের কাছে। তাঁর দাবী ছিল এবার তিনি আরএসএসের সাহায্য ছাড়াই পাঁচ বছর যে কাজ করেছেন তার ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়তে চান। অটল বিহারীর ইচ্ছা মেনে নিয়ে আরএসএস প্রধান নাকি কথা দিয়েছিলেন আরএসএস কোনো ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এরপর ফল কি হয়েছিল তা আমাদের সকলের জানা। এই কথার সত্যি মিথ্যা যাচাই না করলেও এবার কিন্তু প্রতিফলন দেখা গেল এই কথারই। এবারও নির্বাচনের আগে বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'অতীতে বিজেপি দল হিসাবে ছোট ছিল। এখন বিজেপি পরিণত ও সক্ষম। তাই বিজেপি এখন একাই চলতে পারে।'

এরপর পাঁচের পাতায়

মৌসুমীর অপমৃত্যু কি আসন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : যেভাবে আমরা অবিমৃশ্যকারিতা, ভোটলোলুপতা ও বৈজ্ঞানিক অপচেতনার সঙ্গে মরুর বুকে ক্রমবিস্তারিত সেচের খাল টেনে জল সিঞ্চন করে চলেছি তাতে মৌসুমী বায়ুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মৌসুমী জলবায়ু প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য মরুভূমির প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। অবশ্য ভারতে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। প্রতিনিয়তই বেশি মুখের খোরাক যোগাতে হলে উৎপাদনও দ্রুতহারে বাড়ানো দরকার। এক ফসলী জমিকে বহুফসলী ও প্রায় অনাবাদী জমিকে আবাদী করার জন্য সেচের পরিমাণ বাড়াতেই হবে। রাজস্থানের মরু অঞ্চলের চারিদিকে মরু প্রায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ, পূর্ব রাজস্থান, গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলে সেচ বাড়ালে ও বৃক্ষরোপণ করলে ভালই হবে। কারণ, তাতে মরু অঞ্চল নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকবে, বাড়তে পারবে না। মরু অঞ্চল বাড়লে বৃহত্তর এলাকা নিয়ে নিম্নচাপ অঞ্চল গড়বে, কিন্তু তার গভীরতা কমবে এবং ফলে কমজোরী হয়ে দূরের বাতাসকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাও কমে যাবে।

১৯৮৩ সালের জুন মাসে উপরোক্ত পংক্তিটি আলিপুর বার্তায় লিখেছিলেন প্রখ্যাত ভূ–বিজ্ঞানী অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়। তবে সেকথাই তখন কেউই গুরুত্ব দেয়নি। আজ এই ভবিষ্যৎবাণীর প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে ভারতের আবহাওয়ায়। ফলে দিগভ্রান্ত বিশেষজ্ঞদের মতো আচরণ করছেন এদেশের আবহাওয়াবিদরা। সপ্তাহ দুয়েক আগে ভারতের মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বলে দেয় এবারে অনেক আগেই বর্ষা ঢুকছে। আন্দামান নিকোবর ও কেরালায় নাকি বর্ষা ঢুকে পড়েছে। বাংলাতেও বর্ষার আগমণ আসন্ন। প্রতি বছরের মতো এবারও এই পূর্বাভাস পাগলের প্রলাপ বলে পরিগণিত হতে চলেছে। আজ বাংলায় উত্তর ভাসছে, দক্ষিণ ঘেমে নেয়ে অস্থির। এখন আবহাওয়া বিদরা বলতে শুরু করেছে দক্ষিণ –পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে আবার কবে সবল হবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। নিজেদের মোটা মাইনের চাকরি বাঁচাতে এমন গুজবের খেলা বেশ কিছুদিন ধরে চালাচ্ছেন এদেশের আবহাওয়া বিদরা। ফলে মার খাচ্ছে চাষবাস, মার খাচ্ছে কৃষকের জীবন। তবু ভুল স্বীকার করে শোধরানোর কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের পাশে শুভেন্দু

অভিজিৎ দাসের বাড়িতে ঘরছাড়াদের আশ্রয়। ছবি : অরুণ লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ভোট পরবর্তী হিংসায় বহু বিজেপির কর্মী সমর্থক আজ ঘর ছাড়া। গণনার দিন বেলা যত গড়িয়েছে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ভোট পরবর্তী হিংসায় সন্ত্রস্ত বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। অনেকের বাড়ি ঘর ও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৭২ জন বিজেপির কর্মী সমর্থক আমতলা বারুইপুর রোডের বিজেপির প্রার্থীর কার্যালয় মঞ্জুশ্রী ভিলায় এখন আছেন। ডায়মন্ডহারবার ১ নম্বর ব্লকের জঙ্গলপাড়ার বাসিন্দা বাপি পুরকাইত জানালেন, গণনার পরের দিন থেকেই শাসক দলের দুষ্কৃতীরা আমাদের পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। বাধ্য হয়েছি তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে। বিষ্ণুপুর বিধানসভা এলাকার আলতাবেড়িয়া গ্রামের ৩৪ জন বিজেপির কর্মী সমর্থক এখন প্রার্থীর কার্যালয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কৃত্তিবাস বর নামে এক যুবক জানালেন, গণনার দিন বিকাল ৫টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী আমাদের পিছন দিক থেকে গুলি করতে থাকে, কোনওরকমে খাল ডিঙিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি। সকেশ বর অভিযোগ করেন, তার বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। গ্রামের মহিলারা অন্যত্র পালিয়ে জীবন বাঁচাচ্ছেন। সামালি ঘোষপাড়ার প্রবীর কুণ্ডল জানালেন, আমাকে প্রচন্ড মারধর করেছে দুষ্কৃতীরা, যন্ত্রণায় এখনো ভালো করে কথা বলতে পারছি না। সারারাত হেঁটে কোনওরকমে সকালে প্রার্থীর কার্যালয়ে পৌছাই। আলতাবেড়িয়া গ্রামের অধিবাস বর অভিযোগ করেন, ২০১৯–২০২১ সালেও আমরা ঘরছাড়া ছিলাম, শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের কাছে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তবে বাড়ি ঢুকতে পেরেছিলাম। জানিনা আবারো কীভাবে বাড়ি ফিরব। বিষ্ণুপুরের পাশাপাশি ফলতা মহেশতলা এলাকারও প্রচুর ঘর ছাড়া মানুষ এখন বিজেপির প্রার্থী কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অভিজিৎ দাস (ববি) জানালেন, ছাপ্পা ভোটে হেরে গেছি বলে আজ বিপদের দিনে দলীয়

এরপর পাঁচের পাতায়

বাওয়ালি–ধর্মতলা চালু হল সরকারি বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজ বজ : গত মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার বাওয়ালি মোড় থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা শুরু হল। প্রসঙ্গত দক্ষিণ শহরতলীর বাওয়ালি চড়িয়াল বজবজের দিক থেকে কলকাতার দিকে কোনও সরকারি বাস পরিষেবা ছিল না। মানুষকে টোটো ম্যাজিক অটো করে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে হত। বিষয়টি নিয়ে বারবার আমাদের পত্রিকায় আলোকপাত

আলিপুর বার্তার খবরের জের

করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বারবার বলেছিলেন ভোট মিটলেই বাওয়ালি মোড় থেকে সরকারি বাস পরিষেবা শুরু হবে। তিনিও পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে বারবার আলোচনা চিঠি চাপাটি করেছেন। শেষমেষ জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি কথা রাখলেন। ১৯বি নামে সরকারি এই বাসটি সকাল ৮ টা ১৫ এবং ৯টা ১৫ মিনিটে বাওয়ালি মোড় থেকে ছেড়ে ধর্মতলার দিকে যাবে। বজবজ তারাতলা ভবানীভবন হয়ে ধর্মতলায় পৌঁছোবে বাসটি। ভাড়া ঠিক হয়েছে যাত্রীবিচ্ছু ২৭ টাকা।

এলাকার মানুষজন এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় অত্যন্ত খুশি। এলাকার মানুষজনের আরও একটি দীর্ঘদিনের দাবি বজবজ ২নং ব্লক অফিস থেকে সপ্তাহান্তে একটি দীঘা পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা শুরু করা হোক। তাহলে কম পয়সায় এলাকার মানুষজন একটু ভ্রমণেরও সুযোগ পাবে।

কাজের দিশা দেখাতে পারে রুগ্ন ও মৃতপ্রায় চটকলগুলি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কল্যাণ রায়চৌধুরি: সদ্য সমাপ্ত সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ম্যাজিক ফিগার বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও, কেন্দ্রে এনডিএ সরকার গঠিত হয়েছে। যার প্রধানতম শরিক হল বিজেপি। এবং নরেন্দ্র মোদী তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বিভিন্ন কারণে জনগনের একাংশ মুখ ফেরালেও, অধিকাংশ মানুষ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপির উপর আস্থা রখেছেন। এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের। আর তৃতীয়বার এই সুযোগটাকে হাতিয়ার হিসেবে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কাজে লাগানো দরকার বলে মনে করছেন তারা। বিশেষজ্ঞদের মতে, মূলত : তিনটি বিষয়ের উপর নজরদারি ও গুরুত্ব আরোপ জরুরী। তা হল, কর্মসংস্থান, দুর্নীতি দমন ও পরিবেশ রক্ষা।

এরপর পাঁচের পাতায়

বজ বজ–বাউড়িয়া নদীপথে লোহার বদলে কাঠের ভেসেল, ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ফেরিঘাট থেকে হাওড়া জেলার বাউড়িয়া পর্যন্ত ভেসেল পরিষেবা আছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই জল পথে যাতায়াত করেন। বড় বড় দুটি লোহার ভেসেল এই পথে যাত্রী পারাপার করতো। যা ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। সপ্তাহখানেক হল একটি লোহার ভেসেলের পরিবর্তে ছোট একটি কাঠের ভেসেল দেওয়া হয়েছে যাত্রী পারাপারের জন্য। যাত্রী সুরক্ষার ক্ষেত্রে যেটি আদৌ স্বাচ্ছন্দের নয়। অনেক যাত্রীরাই জানাচ্ছেন যে পুনরায় লোহার ভেসেল চালু করা হোক। এই নদীপথে মাঝে মাঝে বান আসে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাউড়িয়া ফেরিঘাটও। বড় বান আসলে কাঠের ভেসেলে বিপদের আশঙ্কা আছে। অনেক যাত্রীরা আবার জানিয়েছেন, বাউড়িয়া থেকে বজবজের দিকে শেষ ফেরি ছাড়ে রাত ৯টা ২০ মিনিটে। ওই সময়টা বাড়িয়ে রাত ১০টা করা হোক তাহলে যাত্রীদের সুবিধা হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পরিকাঠামোহীন শিক্ষার অধোগতি গ্রাস করছে কাজের সুযোগ

শিক্ষার হাল /২

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

সাধারণ মানুষের চাহিদা খুব সামান্যই–কেবলমাত্র পুষ্টিকর খাবার, মাথার উপর পাকা ছাদ লজ্জা নিবারনের জন্য বস্ত্র, স্বল্পমূল্যে ঔষধ, রোগ নিরূপন ও চিকিৎসা করানোর জন্য গ্রাম প্রতি পাস করা ডাক্তার, বিষয়ভিত্তিক উপযুক্ত শিক্ষক; শিক্ষান্তে যোগ্যতা অনুযায়ী সভ্য ভদ্র চাকুরি বা দক্ষতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ, অবসর সময় কাঠানোর জন্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, উপযুক্ত খেলাধুলার জন্য খোলা মাঠ ও প্রশিক্ষক, গবেষণার সুযোগ ও বৃত্তি, গবেষণা অন্তে উপযুক্ত কর্ম ইত্যাদি। এই সবকিছুর সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা দেখব আমাদের এই রাজ্যে উপরোক্ত চাহিদাপূরণের উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে আছে নাকি। আর থাকলেও তা কতটা আছে? যদি না থাকে তবে কোথায় কোথায় ঘটতি আছে। সর্বোপরি, কিছু পরামর্শ ও সুপারিশও করা হবে সরকারি নীতি প্রনেতাদের উদ্দেশ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা পরিকাঠামো

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি থেকে প্রকাশিত এলিমেন্টারি এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া; হয়ার ডু উই স্ট্যান্ড? ডিস্ট্রিক্ট রিপোর্ট কার্ড ২০১৬–১৭ ভল্যুম–২(১) থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের রাজ্যে মোট বিদ্যালয় রয়েছে ৯৬,৪১৮টি। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮২,৯৯৩টি, আর প্রাইভেট স্কুলের সংখ্যা ১০,৪০৪টি। এছাড়া মাদ্রাসা ও আনরেকগনাইজড মিলিয়ে মোট বিদ্যালয় রয়েছে ৩০২১টি। ইউনিসেফ এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, 'ভারতবর্ষে প্রতি বছর ২৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ২.৫ কোটি শিশু জন্মগ্রহণ করে।' তাহলে স্বভাবতই সেই অনুপাতে বিদ্যালয়, শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক–শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। কিন্তু ২০২০–২১ সালে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের ইউডাইস এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আমাদের রাজ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১৬–১৭ সালের তুলনায় ১২৬৫টি কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫,১৫৩টিতে। এরমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৭৫,৭৩২টি, উচ্চ প্রাথমিকে রয়েছে ৮৭৩১টি, মাধ্যমিক স্তরে ৩৩০৬টি ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৩৮৪টি।

২০১৫–১৬ সালে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,১৯,৯৪,৩৫৫জন। যার মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত ছাত্র–ছাত্রী ছিল ১,০৫,০২,৫২৫ জন ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯,৬৯,০৪৮ জন। আর মাদ্রাসা ও অন্যান্য আনরেকজা নাইজড্ বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪,৪০,৭২৪ জন। ২০২০–২১ সালের ইউ ডাইস প্লাস এর রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি, এই সংখ্যাটা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাক্ প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯৪,০৫,৮৯৭ জনে।

(ক্রমশঃ)

উত্তরের আঙিনায়

ফলের দাম আকাশছোঁয়া

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: জামাই ষষ্ঠীর কারণে শিলিগুড়ির বাজার জমে উঠেছে। তবে সবজি, ফল বাজারে দাম স্বাভাবিক দিনের থেকে অনেকটাই বেশি। এদিন মহাবীর স্থানের ফল বাজারে বেশকিছু ফলের দাম আকাশ ছোঁয়া। জামের দাম কিলো প্রতি ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা। অপরদিকে, লিচুর দাম কিলো প্রতি দেড়শ টাকা। এছাড়া রয়েছে বাজারে বিভিন্ন ধরনের আম, আমের দাম ৫০ টাকা থেকে শুরু। তবে ল্যাংড়া বা হিমসাগর আমের দাম অন্যান্য আমের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এক ফল বিক্রেতা জানান, জামাই ষষ্ঠীর জন্য আমরা মহাজনদের কাছ থেকেই চড়া দামে ফল কিনছি। ফলে আমাদের হাত-পা বাধা। প্রতি বছর এই সময় ফলের দাম আকাশছোঁয়া থাকে। জামাইষষ্ঠী শেষ হয়ে হয়তো কিছুটা হলেও ফলের দাম কমবে। ফল ব্যবসায়ীরা আশা রাখছেন এবারও বাজার জমবে। বিকেল থেকে বিক্রি বাড়তে পারে, এমনটাই মনে করছেন অনেকে। তবে এ বছরে বেশ কি কয়েকটি ফলের দাম যথেষ্ট বেশি, যার মধ্যে রয়েছে লিচু, জাম, মালদার আম।

বৃষ্টিতে রাস্তা জলমগ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বেশ কিছুদিন ধরে পুনরায় গরমের দাপট ছিল। বাড়ছিল অস্বস্তিও। তবে গত সোমবার দুপুর গড়িয়ে বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয় গোটা শিলিগুড়ি শহরজুড়ে। দুপুরের পর থেকে আকাশ কালো হয়ে যায়, এরপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। একনাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ জোরে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টিপাতের কারণে এদিন শহরের বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। হায়দার পাড়া, আশ্রমপাড়া সহ আরো বেশ কিছু এলাকার রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে বলে জানা গেছে। রাস্তাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ার কারণে, পথ চলতি মানুষদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। তবে জল দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় দাঁড়ায়নি, বৃষ্টির থামবার কিছুক্ষণ পরে রাস্তা থেকে জল নেমে যায়। বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় কিছুটা কমেছে, বিকেলের পর থেকে সেই গরমের অস্বস্তি অনুভূত হয়নি। স্বস্তি পেয়েছে শহরবাসী। এলাকার মানুষের অভিযোগ যখনই একটু বৃষ্টি হয় তখনই রাস্তার দু'ধারে জল জমতে শুরু করে। তবে কিছুক্ষণ পরে জল সরে গেলেও ড্রেনের ময়লা রাস্তায় জমা হয়। যেগুলো পুরসভা থেকে পরিষ্কার করতে আসে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ জুন – ২১ জুন, ২০২৪

মেষ রাশি : এই জাতক জাতিকারা অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাবে। চাকুরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনুকূল ফলাফল আশা করা যায়। এই সময় দশম ভাবে বুধ এবং শনি দেবতা কর্মদাতা হিসাবে আপনাকে পরিশ্রম করার রসদ যোগাবে এবং ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রহগুলি শুভদৃষ্টি ভাগ্যের অনুকূলে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনুকূল এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা রয়েছে। রাস্তা ঘাটে সাবধানে চলার প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ : এই সপ্তাহে সপ্তমভাবে মঙ্গল ও কেতু এবং রাহুর দৃষ্টি থাকায় ও অষ্টমে রবি ও শুক্র বিরাজমান থাকায় ভিন্ন ফল প্রদান করবে। কর্মজীবন এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে শুভ ফল আশা করা যায়। কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে বাক-বিতন্ডার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফল করবে। স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে। বিপদের আশঙ্কা আছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা বা গায়েত্রী মন্ত্র ১০৮বার জপ করুন।

মিথুন : চাকুরিজীবীরা যথেষ্ট সুফল পাবেন। যেহেতু দশমভাবের অধিপতি নবমভাবে তাই স্থানান্তর হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনুকূল। শিক্ষা ক্ষেত্রে সুফল পাবে। এবং বিবাহের সম্ভাবনা প্রবল। পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মা দুর্গার স্তব এবং শুক্রবার উপবাস।

কর্কট : মিশ্রফল পাবেন। চাকুরিজীবীদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেহেতু দশমাভাবাধিপতি কেতুর সঙ্গে পঞ্চমভাবে থাকবেন। ব্যবসায়ীদের অনুকুল হবে। উচ্চ শিক্ষার্থীদের সাফল্য পাবার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধান।

প্রতিকার : শ্রী বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করবেন ১০৮ বার ও চন্দনের ফোঁটা।

সিংহ : চাকুরিজীবীদের এবং ব্যবসায়ীদের শুভ সপ্তাহ বলা যায়। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ হবে। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও ঋণ নেবেন না, তাতে সমস্যা বাড়তে পারে। ১৮ জুনের পর স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে।

প্রতিকার : গায়ত্রী মন্ত্র ১০৮ বার জপ।

কন্যা : চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে শুভ বলা যাবে না। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে। শিক্ষার্থীদের শুভ। চতুর্থভাবে শুক্র ও রবি পারিবারিক জীবনে সুখ আনবে। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যহানি হবে।

প্রতিকার : গায়ত্রী মন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।

তুলা : কর্মজীবনে উত্থান পতন থাকবে চাকুরীজীবীদের। ব্যবসার প্রসার হবে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে। আর্থিক সুখ সমৃদ্ধি থাকবে এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিকার : বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করুন ১০৮ বার।

বৃশ্চিক : কর্মজীবন এই রাশির জন্য খুব ভালো যাবে। চাকুরিজীবীদের অনুকূলে মান সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়। পরিবার সম্পর্কিত ছোট খাট সমস্যা হবে। আপনি কোনও দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু : চাকরিতে এবং ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ ফল না পেলেও উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক জীবনে সুখ অনুভব করবেন। স্বাস্থ্যের দিকে সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ১০৮ বার পাঠ।

মকর : চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম ব্যতীত সাফল্য পাবে না। ব্যবসায়িক দিক দিয়েও খুব অনুকূল প্রভাব পাবে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনে সমস্যার দেখা দিতে পারে। আয়ের থেকে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা থাকবে।

প্রতিকার : শনিদেবের স্তোত্র পাঠ।

কুম্ভ : চাকরির ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই মাসটি ভাল বলা যায়। শিক্ষার্থীদের শুভ। পারিবারিক জীবনে অশান্তির সম্ভাবনা। বিবাহিত জীবন শুভ হলেও ঋণের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন।

প্রতিকার : ওঁ নমঃ শিবায় জপ ১০৮ বার।

মীন : চাকুরীজীবীদের কর্মজীবনে দশমভাবে কর্মক্ষেত্রে অনেক শুভ গ্রহের অবস্থান সাফল্য এনে দেবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনুকূল থাকলেও সাবধানে লেনদেন করবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাবে। শিক্ষার্থীদের সময় ভালো যাবে। পারিবারিক অশান্তির সম্ভরবনা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ। স্বাস্থের পিঠের ব্যথা, কোমরের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে ১০৮ বার।

কাজের খবর

ব্যাঙ্কে ৩ হাজার অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই : কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা- সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক। অফ ইন্ডিয়া অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৩,০০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩১-৩-২০২৪"এর হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের - মধ্যে, অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ১-৪-১৯৯৬ থেকে ৩১-৩- * ২০০৪ এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, বিধবা-বিবাহ-বিচি ছন্না মহিলারা আইনত আলাদা হয়ে থাকলে, পুনর্বিবাহ না ব্যাঙ্কে ৩ হাজার অ্যাপ্রেন্টিস ১ পাতার পর টি করে থাকলে ৯ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ক্ল্যারিক্যাল স্টাফ হিসাবে অন জব ট্রেনিং হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। ক্লাস এইট থেকে ডিগ্রি কোর্স পর্যন্ত যে কোনো একটি স্তরে স্থানীয় ভাষা পেপার থাকতে হবে। স্টাইপেন্ড রুরাল বা, সেমি আরবান ব্রাঞ্চের বেলায় মাসে ১৫,০০০ টাকা, আরবান ব্রাঞ্চের বেলায় ১৫,০০০ টাকা ও মেট্রো ব্রাঞ্চের বেলায় ১৫,০০০ টাকা। এছাড়াও যাতায়াত ভাতা পাবেন। শূন্যপদ: ৩,০০০টি। কোন রিজিয়নে ক"টি শূন্যপদ: পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর রিজিয়নে ৪৬টি (জেনাঃ ১৯, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ২. ও.বি.সি. ১০, ই.ডব্লু.এস. ৫)। উত্তর কলকাতা রিজিয়নে ৬০টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৬)। দক্ষিণ কলকাতা রিজিয়নে ৭২টি (জেনাঃ ৩০, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৭)। বাঁকুড়া রিজিয়নে ৪০টি (জেনাঃ ১৬, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৯, ই.ডব্লু.এস. ৪)। জলপাইগুড়ি রিজিয়নে ২৬টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ৩)। শিলিগুড়ি রিজিয়নে ৬০টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৬)। কোচবিহার রিজিয়নে ৫৮টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৫)। সিকিমের জলপাইগুড়ি রিজিয়নে ১৬টি (জেনাঃ ৮. তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ২))। মণিপুর ৯টি, নাগাল্যান্ড ৭, অরুণাচলপ্রদেশ ৮, মিজোরাম ২, মেঘালয় ৮, কর্ণাটক ১১৫, তেলেঙ্গানা ১০৬, আন্ধ্রাপ্রদেশ ১৪১, ওড়িশা ১১২, আন্দামান ও নিকোবর ১, উত্তরপ্রদেশ ৬১৫, গোয়া ৪৪, মহারাষ্ট্র ৬২৯, বিহার ৫২৬, ঝাড়খন্ড ৪৬।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন পরীক্ষা হবে ২৩ জুনের মধ্যে। এইসব কেন্দ্রে: পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ কলকাতা (কোড ৮৭): হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উত্তর কলকাতা (কোড ৮৬): কলকাতা, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা। বাঁকুড়া (কোড ৯০): বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া। শিলিগুড়ি (কোড ৭৫): দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, মালদা, উত্তর দিনাজপুর। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৫টি পেপারে: (১) কোয়ান্টিটেটিভ, জেনারেল ইংলিশ, রিজনিং অ্যাপ্টিটিউট ও কম্পিউটার নলেজ, (২) বেসিক রিটেল লায়াবিলিটি প্রোডাক্টস, (৩) বেসিক রিটেল অ্যাসেট প্রোডাক্টস, (৪) বেসিক ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টস, (৫) বেসিক ইনসিওরেন্স প্রোডাক্টস। কত সময় থাকবে তা কল লেটারে উল্লেখ থাকবে। এই পরীক্ষা থেকে মোট শূন্যপদের ৪ গুণ প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। তারপর জেলাভিত্তিক ও ক্যাটেগরিভিত্তিক মেধা তালিকা তৈরি হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ জুন পর্যন্ত। এই ওয়ে বসাই টে www.nats.education.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৮০০ (তপশিলী হলে ৬০০, প্রতিবন্ধী হলে ৪০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। এই অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের জন্য নতুন করে আবার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হল।

ভারতীয় বায়ুসেনা অগ্নিপথ স্কিমে

অগ্নিবীর বায়ু পদে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি : ভারতীয় বায়ুসেনা অগ্নিপথ স্কিমে অগ্নিবীর বায়ু পদে কয়েক হাজার জন ছেলেমেয়ে নিচেছ। এই পদের ব্যাচ নম্বর: 02/2025. কারা কারা আবেদনের যোগ্য: সায়েন্স শাখার জন্য অঙ্ক, ফিজিক্স ও ইংরিজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর আর ইংরিজি বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

পলিটেকনিক বা, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন। তবে তাঁদের বেলায় মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিপ্লোমা কোর্সে ইংরিজিতে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। ইংরিজি ও অশ্ব বিষয় নিয়ে ২ বছরের ভোকেশনাল কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% ও ইংরিজিতে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য।

সায়েল ছাড়া অন্য শাখার প্রার্থীদের জন্য। যে কোনো শাখায় উচচমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর আর ইংরিজি বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ইংরিজি বিষয় নিয়ে ভোকেশনাল কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০%

ও ইংরিজিতে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে বাকলেও যোগ্য। লম্বায় অন্তত ১৫২.৫ সেমি আর মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত ২০০৮"র মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় সব ক্ষেত্রেই জন্ম-তারিখ হতে হবে ৩-৭-২০০৪ থেকে ৩-১- শুধুমাত্র বুকের ছাতি এ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। ১৫২ সেমি। ছেলেদের বেলায় বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ৭৭ সেমি ওজন হতে হবে উচচতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সব ক্ষেত্রে ও ও সেমি ফোলানোয় ক্ষমতা থাকা দরকার। মেয়েদের বেলায় সংশোধনযোগ্য। ৬ মিটার দূর থেকে ফিসফিস শব্দ শোনায় দক্ষতা দৃষ্টিশক্তি হতে হবে প্রতি চোখে ৬/১২ যা প্রতি চোখে ৬/৬ পর্যন্ত থাকতে হবে। এছাড়া ভালো দাঁতের পাটি ও ত্রুটিহীন স্বাস্থ্য থাকা না। মোট ৪ বছরের চাকরি। চাকরি হবে চুক্তিতে। শুরুতে ৬ দরকার। ফিটের অসুখ, সাইকিয়াট্রিক যন্ত্রণা থাকলে আবেদন ফরবেন মাসের ট্রেনিং। ট্রেনিং চলার সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। প্রথম বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২১,০০০ টাকা। বাকি ১,০০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। দ্বিতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৬,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,৯০০ টাকা কেন্দ্রীয় পাবেন ২৩,১০০ টাকা। বাকি ৯,৯০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস তৃতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৬,৫০০ টাকা। এর ম মধ্যে হাতে পাবেন ২৫,৫৫০ টাকা। বাকি ১০.৯৫০ টাকা অগ্নিবীর করশাম ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১০,৯৫০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। চতুর্থ বছর মাইনে পাবেন মাসে ৪০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৮,০০০ টাকা। বাকি ১২,০০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফাচ্ছে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১২,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে।

এছাড়াও অগ্নিবীরদের মন-কনট্রিবিউটারি ডিমে ৪৮ লাখ টাকার। জীবন বিমা করিয়ে দেওয়া হবে। মৃত্যুকালীন দুর্ঘটনা হলে প্রায় ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। শরীরের ৭৫% ক্ষতি হলে ২৫ লাখ আর ৫০% ক্ষতি হলে ১৫ লাখ টাকা পাবেন। সেইসঙ্গে রিস্ক, হার্ডশিপ, রেশন, পোশাক, ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হবে। এছাড়াও বছরে ৩০ দিন ছুটি থাকবে। সেইসঙ্গে মেডিক্যাল লিভ-ও পাওয়া যাবে।

এ বছর চাকরি করার পর ২৫% প্রার্থীকে পরীক্ষা দিয়ে ১৫ বছরের চাকরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার বা. অন্য ব্যাঙ্কে। তখন রেগুলার কর্মীর। মতো পেনশনও পাবেন। বাকি ৭৫% কর্মীকে অগ্নিণীর ভিল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তখন নিজের প্রখ্য অগ্নিবীর করপাদ ফান্ডের টাকা আর সরকারের দেওয়া করপাস ফান্ডের টাকা মিলিয়ে (সুদ-সহ) মোট প্রায় ১১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এককালীন (এই প্যাকেজের নাম দেওয়া হয়েছে সেবা নিধি) দেওয়া হবে না, আয়করে ছাড় দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেট দিয়ে জন্য কোনো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন বিধবা দ্বিতীয়বার কেরিয়ার তৈরির জন্য ব্যবসা করতে দল পেতে পারেন। কোনো গ্রাচুইটও পেনশন নেই। এছাড়া বিনা খরচায় থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার সুযোগ আছে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন পরীক্ষা হবে, ১৮ অক্টোবর বা তারপর। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রধা হবে। সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড প্রার্থীদের বেলায় ৬০ মিনিটের পরীক্ষার প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে। ইংরিজি, ফিজিস্থ ও অঙ্ক। নন-সায়েন্স প্রার্থীদের কেনায় ৪৫ মিনিটের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে ইংরিজি, রিজনিং ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। যাঁরা দু"টি ক্ষেত্রেই পরীক্ষা দেবেন তাঁদের বেলায় ৮৫ নম্বরের পরীক্ষা হবে এইসব বিষয়ে ইংরিজি, ফিজিক্স ও অঙ্ক, রিজনিং ও জেনারেল অ্যাওয়ারনোস। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা প্রতিটি পেপারে যাঁরা কোয়ালিফাইং মার্কস পাবেন, তাঁদের সেদিন বা, তার পরের দিনই শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এই আর মেয়েদের বেলায় ৮ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়তে হবে। পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের বেলায় ৭ মিনিটে ১.৬ কি.মি. দৌড় এছাড়াও ছেলেদের বেলায় ১০ বার পুশ আপ, ১০ বার সিট আপ ও ২০ বার স্কোয়াটস আর মেয়েদের বেলায় ১০ বার সিট আপ ও ১৫ বার স্কোয়াটস।

ওইদিন খেলার সরঞ্জাম আর এইচ.বি. পেন্সিল, ইরেজার, সার্পনার, আঠা, স্টেপলার, কালো বা, নীল কালির বল পয়েন্ট পেন নিয়ে যাবেন। সফল হলে অ্যাডাপ্টাবিলিটি টেস্ট। ও অ্যাডাপ্টাবিলিটি টেস্ট।। হবে। তারপর গ্রুপ বা, ট্রেড টেস্ট আর মেডিক্যাল টেস্ট। লিখিত পরীক্ষা দিতে যাওয়ার দিন কান ও দাঁত পরিষ্কার করে যাবেন। মোট ২-৩ দিনের পরীক্ষা দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে যাবেন। থাকার ব্যবস্থা প্রার্থীরই। সব পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে এয়ারমেন সিলেকশন সেন্টারে আগামী বছর ৩০ মে। এছাড়াও জেলা শাসকের অফিসে ও এই ওয়ে বসাই টে সফলদের তালিকা পাবেন www.indianairforce.nic.in <http://www.indianairforce.nic.in> দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৮ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: <https://agnipathvayu.cdac.in> এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও নিচের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন: (ক) পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে) (ফটো তোলার সময় বুকের কাছে কালো স্লেটে নাম ও জন্ম-তারিখ লিখবেন), (খ) বুড়ো আঙুলের ছাপ (লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন) (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (গ) সিগনেচার (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (ঘ) ১৮ বছরের নিচে বয়স হলে পিতা-মাতা বা, অভিভাবকের সই, (ঙ) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশীট। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫৫০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং-এ জমা দেবেন। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। কোনো অসুবিধা হলে ফোন করুন এই নম্বরে 020-25503105/25503106

শব্দবার্তা ২৯৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। স্থিতি, বাস ৪। মতে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান ৫। গভর্নমেন্ট ৭। বর্তমানে, এখন ৯। নির্বিকার ১০। ছবি, প্রতিকৃতি।

উপর-নীচ

১। মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম আরোপ ২। প্রণাম ৩। হঠাৎ, আচমকা ৬। রুপোর মতো সাদা ৭। আইনানুগ ৮। রাবণ, দশানন।

সমাধান : ২৯৭

পাশাপাশি : ১। অম্বর ৩। ঘটনা ৫। সংহার ৬। চার ৭। লাভালাভ ৯। উপরও ১২। খান ১৩। মনোগত ১৪। ইন্ধন ১৫। কবর।

উপরনীচ : ১। অক্ষমালা ২। রসশালা ৩। ঘর ৪। নাজির ৬। চাউর ৮। ভাঙন ১০ পলাতক ১১। তসবির ১২। খালুই ১৩। মন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দামোদার ভ্যালি কর্পোরেশনে ৬৪ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-।। (ইলেক্ট্রিক্যাল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-।। (মেকানিক্যাল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-।। (সি অ্যান্ড আই), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড- ।। (সিভিল) ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড- ।। (কমিউনিকেশন) ও মাইন সার্ভেয়র পদে ৬৪ জন লোক নিচেছ। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-।।

ইলেক্ট্রিক্যাল): ইলেক্ট্রিক্যাল বা, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা প্রতি বছর / সেমেস্টারে মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৩৫,৪০০-১,১২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। পদ নং: 2024/JE2. জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-।। (মেকানিক্যাল):

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা প্রতি বছর / সেমেস্টারে মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ১৬টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। পদ নং: 2024/JE1. জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড- ।। (সি অ্যান্ড আই): ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বা, ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা প্রতি বছর / সেমেস্টারে মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১১)। পদ নং: 2024/JE3.

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড- ।। (সিভিল): সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা প্রতি বছর/সেমেস্টারে মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু. এস. ২)। পদ নং: 2024/JE4. জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-।। (কমিউনিকেশন): ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা প্রতি বছর / সেমেস্টারে মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স ও মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ২টি (ও.বি.সি. ১. তঃজাঃ ১)। পদ নং: 2024/JE5.

মাইন সার্ভেয়র: মাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৬৫% তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে (আবেদন করতে পারেন। ডি.জি.এম.এস. থেকে সার্ভেয়র সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। মাইনিং, মাইনিং সার্ভেয়িং, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভেয়িং ট্রেডের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ। ৪টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১)। পদ নং। 2024/MS6.

বয়স গুণতে হবে ৪-৭-২০২৪"র হিসাবে। ও.বি.সি. রা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং PLR/JE & MS/2024/5/1 Did: 05/06/2024. প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন কম্পিউটার টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড ই টেস্ট, (২) টেকনিক্যাল নলেজ টেস্ট। সফল হলে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৪ জুলাইয়ের মধ্যে। এই

নওয়েবসাইটে: www.dvc.gov.in <http://www.dvc.gov.in/> অনলাইনে দরখাস্ত-করার সময় বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে।

এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৩০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে এস.বি.আই. চালানে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

দুর্ঘটনা

নদী বাঁধ ভেঙে বিপর্যয়ের মুখে গঙ্গাসাগরের পয়লা ঘেরির মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : এখন খাতায় কলমে বর্ষাকাল শুরু হলেও বৃষ্টি শুরু হয়নি বাংলায়।তীব্র তাপদহে ভুগছে বাংলা।তবে বর্ষা আসার আগেই নদীর জল বেড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হলো সুন্দরবনের গঙ্গাসাগরের পয়লা ঘেরিতে।জল স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঁধের গোড়াতেও চলে এসেছে জল।এখন প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে চলছে শুখা মরশুম।বৃষ্টির দেখা নেই দক্ষিণবঙ্গে।এরই মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে নদীর জল এতটা বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয়রা।বৃষ্টি শুরু হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।এখানে নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রায় কয়েক শতাধিক মানুষের বসবাস। হঠাৎ করে এমন ঘটনা ঘটায় মঙ্গলবার সকলেই নদী বাঁধ পরিদর্শন করেছেন।কোথাও বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা বারবার দেখার চেষ্টা করছেন গ্রামবাসীরা। নদী বাঁধে যে সমস্ত ছোটখাটো ফাটল ছিল তা তাঁরা নিজেরাই সারানোর বন্দোবস্ত করেছেন।সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামাদ আলি খান।তিনি মঙ্গলবার বলেন, শীঘ্রই এলাকায় কাজ করা হবে।তবে পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। বর্ষার আগে কেন এমন হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও স্থানীয়দের দাবি, আগেও এমন পরিস্থিতি হয়েছিল এলাকায়। সেবার নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু কোনওবারই বাঁধ মেরামতের কাজ ঠিক করে হয়নি। এ বার দ্রুত পদক্ষেপ না গ্রহন করলে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হলেই ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে বলে মনে করেন তাঁরা।

টয় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : টয় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। টয় ট্রেনটি দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ির অভিমুখে যাচ্ছিল। সেই সময় কার্শিয়াং স্টেশনের কাছে , টয় ট্রেনটি ধাক্কা দেয় যুবককে, মৃত্যু হয় তার। মৃত যুবকের নাম হল সূর্য রাউত, সূত্রে খবর মিলেছে যুবকটির দেহ উদ্ধার করবার পর ময়না তদন্তের জন্য কার্শিয়াং মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, টয় ট্রেন কিন্তু খুব ধীরগতিতে চলে, তারপরও কীভাবে এরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল, ঘটনার বিষয় স্পষ্টভাবে এখনো পর্যন্ত কিছু জানতে পারা যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুটা সোরগোল পড়ে যায় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। এ বিষয়ে আরো জানা গেছে, টয় ট্রেনটি যখন কার্শিয়াং স্টেশনে প্রবেশ করছিল সেই সময় কোনওভাবে দুর্ঘটনা ঘটে। তবে রেলের তরফ থেকে এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে কোনওবক্তব্য এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

ক্রাইম ডেস্ক

আদিবাসী রোগীকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, : মুরারই পাইকর থানার লক্ষ্মীডাঙা গ্রামে। মেডিকো নার্সিংহোম অ্যান্ড ডায়াগনোষ্টিক সেন্টারে এক আদিবাসী মহিলা রোগীকে ধর্ষণের ঘটনায় নার্সিংহোমের টেকনিশিয়ান মহম্মদ শাহাবলা মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে মুরারই থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি নার্সিংহোমের মালিক মুরারই ১নং পঞ্চায়েত সমিতি প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি জাবের শেখ। নির্যাতিতাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশের সাংসদ খুনের তদন্তে ভাঙড়ের বাগজোলা খালে সিআইডি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : বাংলাদেশের সাংসদ খুনের তদন্তে রবিবার সারাদিন বাগজোলা খালে তল্লাশি চালালো তদন্তকারী আধিকারিকরা। সিআইডির হাতে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় জড়িত থাকা অন্যতম অভিযুক্ত সিয়াম হোসেন। সাংসদ খুনের পর দেহ লোপাট–সহ তথ্য প্রমাণ গায়েবের ঘটনায় যুক্ত ছিল সিয়াম হোসেন। আর এই সিয়াম হোসেনকে গ্রেপ্তারির পরেই বড় সাফল্য পেল সিআইডি। বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সিয়ামকে গ্রেপ্তার করার পরই রবিবার বাগজোলা খাল এলাকায় এনে তল্লাশি করেন সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী আধিকারিকরা। ডিএমজির সদস্য এবং ভারতীয় নৌ সেনাদের সঙ্গে নিয়ে এদিন সিআইডির তদন্তকারী সদস্যরা ভাঙড়ের বাগজোলা খালের কৃষ্ণমাটি এলাকায় আসেন। এলাকা শনাক্তকরনের পরেই ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানো শুরু হয়।রবিবার বাগজোলা খালে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গিয়েছে মানব দেহের হাড়। তদন্তকারী দলের অনুমান, হাড়টি বাংলাদেশের মৃত সাংসদের। শুক্রবার গ্রেপ্তারির পর থেকেই সিয়ামকে দফায় দফায় জেরা করা হয়েছে। তারপর রবিবার অভিযুক্ত সিয়ামকে নিয়ে বাগজোলা খালে তল্লাশিতে যায় সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল। ডাকা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও নৌসেনাকেও। সংসদ খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত–সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দফায় দফায় একাধিকবার ভাঙরের এই বাগজোলা খাল এলাকায় তাদেরকে নিয়ে এসে তল্লাশি চালালেও এতদিন পর্যন্ত বাগজোলা খাল থেকে সংসদের কোন দেহাংশ পাওয়া যায়নি। তবে রবিবার বাগজোলা খালে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গেল মানব দেহের হাড়। সিয়ামকে জেরা করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু তথ্য এসেছে তদন্তকারী অফিসারদের হাতে। সেই সূত্র ধরেই ভাঙড়ের কৃষ্ণমাটি এলাকায় বাগজোলা খালের একটি অংশকে চিহ্নিত করেন সিআইডির অফিসাররা। সেই মতো রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় তল্লাশি।বাংলাদেশের সাংসদ খুনের মাস্টারমাইন্ডের খোঁজ মিলল, হানিট্র্যাপে ফাঁসিয়েছিল এই বন্ধুই বাংলাদেশের সাংসদ মহম্মদ আনোয়ারুউল আজিমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা, টুকরো করা হয় দেহ। কলকাতায় বাংলাদেশের সাংসদ খুনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্যসিআইডির তরফে ও জানানো হয়েছে, সিয়াম হোসেনের বয়ানের ভিত্তিতে উত্তর কাশীপুর এলাকায় খালের থেকে হাড় পাওয়া গিয়েছে। যেটা বাংলাদেশের মৃত সাংসদের বলে অনুমান করা হচ্ছে। তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। উল্লেখ্য, এর আগে নিউটাউনের ওই আবাসনের সেফটি ট্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৪ কেজি ওজনের নর মাংসের খোঁজ পেয়েছিলেন তদন্তকারী অফিসাররা। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের ঝিনাইদহের সাংসদকে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে খুনের পর হাড় মাংস আলাদা করা হয়। তারপর প্যাকেট বন্দি করে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল ভাঙড়ের উত্তর কাশীপুর থানা এলাকায়।পরে, প্যাকেট থেকে বের করে হাড়–মাংস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বাগজোলা খালে। এই ঘটনায় শুক্রবার রাতে বনগাঁ থেকে গ্রেফতার করা হয় সাংসদ খুনে অন্যতম অভিযুক্ত সিয়ামকে। আর এইভাবে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তদন্তকারী আধিকারিকরা।

বিজেপি এগিয়ে থাকায় জল বন্ধ একাধিক জায়গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, : বীরভূম এবং বোলপুর লোকসভাকেন্দ্র জয়লাভ করেছে তৃণমূল কিন্তু জেলার বিভিন্ন এলাকায় বুথ ওয়ার্ডে বিজেপি লিড পাওয়ায় পানীয় জল বন্ধ করার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ইলামবাজার কামারপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিজেপি কর্মীদের জল নিতে বাধা দেয় তৃণমূল। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি ঠিক হয়। রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশীষ ব্যানার্জীর ওয়ার্ডে বিজেপি লিড পেয়েছে সেইরাগেই রামপুরহাট পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডে পানীয় জল এবং সাব মার্শালের কারেন্ট কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ইলেকট্রিক দপ্তরের লোক এসে মিটারের লাইন কেটে দিয়েছে বলে অভিযোগ রামপুরহাট পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। এই দাবিতে ৬ জুন রামপুরহাট পৌরসভায় অভিযোগ জানাতে যায় এলাকার বাসিন্দারা। যদিও পৌরসভা গিয়ে পৌরপ্রধান বা অন্যান্য কারোর সঙ্গে দেখা হয়নি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। ফোন মাধ্যমে অভিযোগ জানায় পৌরসভা পৌরপ্রধান সৌমেন ভকতের কাছে। রামপুরহাট পৌরসভা ৫নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মীনাক্ষী ভকত রামপুরহাট পৌরসভার পৌরপ্রধান সৌমেন ভকতের স্ত্রী। ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই লোকসভা নির্বাচনে ৫ নং ওয়ার্ডে বিজেপি ৭৪৯ এবং তৃণমূল ৩৭৮ ভোট পায় অর্থাৎ ৫নং ওয়ার্ডে ৩৭১ ভোটে লিড পেয়েছে বিজেপি। বিজেপি লিড পাওয়াতেই এমন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে অনেকেই। স্থানীয় বাসিন্দা শুভাশীষ চৌধুরী বলেন, এইরকম ঘটনা আগে কোনোদিন রামপুরহাটে হয়নি। জলের ব্যবস্থা না হলে পৌরসভার সামনে ধর্নায় বসবো। পৌরপ্রধান সৌমেন ভকত বলেন, এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কেউ পৌরসভায় অভিযোগ জানায় নি। এটা বিরোধীদের চক্রান্ত হতে পারে।

ডোমজুড় পোস্ট অফিসের বেহাল দশা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : দিন দিন পোস্ট অফিস গুলোর দশা বেহাল শুধু নয় করুন অবস্থা। হাওড়া ডোমজুড় পোস্ট অফিসের অবস্থা দেখে কেউ বলবে না যে এটা একটা পোস্ট অফিস। অল্প বৃষ্টিতেই অফিস বাইরে কিম্বা অফিস ঘরের ভিতর জল ঢুকে বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ডোমজুড় পোস্ট অফিসের সামনে হাওড়া ডোমজুড় ব্যাস্ত তম সড়ক । অফিস আর এই সড়কের মাঝে রয়েছে একটি ছোট ড্রেন। কিন্তু বর্তমানে এই ড্রেন রয়েছে ঠিকই কিন্তু নিকাশি ব্যাবস্থা নেই।

তা কবেই মজে গেছে। কোথাও ময়লা আবর্জনার স্তূপ আবার কোথাও অস্থায়ী দোকান হওয়ার জন্য ড্রেনের জল নিকাশি ব্যাবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া রাস্তা থেকে পোস্ট অফিস তুলনা মূলক ভাবে নিচু হবার জন্য বৃষ্টির জল ঢুকছে বলেও কেউ কেউ মনে করেন। ভাড়ি বৃষ্টির জল ঘরে প্রবেশ করার পর ঘরের ভিতর ইঁট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। আর অফিসের বাইরে তো বেহাল দশা। এমত অবস্থায় অফিসের কর্মি ও গ্রাহকরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। এভাবেই চলছে দিনের পর দিন। কিন্তু আর কতোদিন। পোস্ট অফিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের এহেন পরিস্থিতিতে সকলেই চিন্তিত।

পুকুরে কুমির সহ ১৫ টি ডিম,এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : লোক চক্ষুর আড়ালে আস্ত একটা নদী বাঁধ পেরিয়ে মসজিদবাটি এলাকার একটি পুকুরে ঢুকে পড়ছিল একটা পূর্ণবয়স্ক কুমির।আর তাতেই প্রথমে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।পরে অবশ্য কুমির দেখতে ভীড় জমায় শত শত গ্রামবাসী।

স্থানীয় ও বনদপ্তর সূত্রে খবর,মসজিদবাটি গ্রাম সংলগ্ন ৩০০ মিটার দূরে বয়ে চলেছে সুন্দরবনের করতাল নদী।নদীর তীরে মসজিদবাটি গ্রামে বসবাস করেন অসিত মন্ডল। তিনি সকালে তার পুকুর পাড়ে গিয়েছিলেন। আচমকা পুকুরের মধ্যে দেখতে পায় বিশাল কিছু একটা নড়াচড়া করছে।তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। পরে বিশাল আকৃতির একটি কুমির খোশ মেজাজে পুকুর পাড়ে ঘুরছে।বিশাল আকৃতির কুমির টি যে তার পুকুরে ঘাটি গেড়েছে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তিনি গ্রামবাসীদের ঘটনার কথা জানায়।মুহূর্তের মধ্যে ভীড় জমায় গ্রামবাসীরা। তড়িঘড়ি গ্রামবাসীরা বনদপ্তরের গোসাবা রেঞ্জ অফিসের খবর দেয়। খবর পেয়ে গোসাবা রেঞ্জ অফিসার নবকুমার সাউ এর নেতৃত্বে বনকর্মীদের একটি টীম কুমির ধরার সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কুমির ধরতে বনকর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।দীর্ঘ প্রায় ঘন্টা দুইয়ের চেষ্টায় পুকুরে জাল ফেলে কুমিরটিকে ধরে ফেলেন বনকর্মীরা। অন্যদিকে রাতেই কুমিরটি পুকুর পাড়ে বাচ্চা দেওয়ার জন্য ডিমও পাড়ে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে কুমির ধরা দেখতে গ্রামবাসীরা পুকুর পাড়ে ভীড় জমায়। বনকর্মীরা ডিম সহ কুমির উদ্ধার করে লঞ্চে করে রওনা দেয় গোসাবা রেঞ্জ অফিসে। সেখানে কুমিরটির শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। সুস্থ থাকায় বিকালেই তাকে সুন্দরবনের হরিণভাঙা নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। গোসাবা রেঞ্জ অফিসার নবকুমার সাউ জানিয়েছেন, একটি মহিলা কুমির বাচ্চা দেওয়ার জন্য লোকালয় পুকুরে ঢুকে পড়েছিল। খবর পেয়ে আমরা কুমির সহ ১৫ টি ডিম উদ্ধার করি। কুমিরটি লম্বায় প্রায় ১১ ফুট এবং ওজন প্রায় ১০০ কেজি।'

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার তাম্বুলদহ ২ পঞ্চায়েতের সাতেরঘেরি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ওরফে ভোলা (৪৫)।বাড়ি ওই এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।তবে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। এদিন রাতে রবীন্দ্রনাথ মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে দুষ্কৃতীরা তাঁকে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। স্থানীয় লোকজন পরে দেখতে পায় রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।ক্যানিং থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের দলের একনিষ্ঠ কর্মী। দুষ্কৃতীরা তাঁকে পিটিয়ে খুন করেছে। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আমরা পুলিশকে বলেছি অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করার জন্য।'

টাটকা ইলিশ নয়, মায়ানমারের ইলিশই মান রাখলো জামাই ষষ্ঠীর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : জামাই ষষ্ঠীর মূল খাদ্য টাটকা ইলিশ থেকে এবারে বঞ্চিত জামাইরা। জামাইষষ্ঠীতে জামাইয়ে পাতে মধ্যমণি ইলিশ । বছরে এই দিন বাজারে টাটকা ইলিশ নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি চলে। দাম তুঙ্গে উঠলেও শ্বশুরমশাইয়েরা জান লড়িয়ে দেন টাটকা ইলিশ জোগাড়ে। নদীর পাড়ে ভিড় জমে জেলেদের কাছ থেকে সরাসরি ইলিশ কেনার জন্য।কিন্তু এ বার আর সে আশা পূরণ হলো না। বর্ষা পিছিয়েছে। সরকারি ভাবে ১৪ জুন পর্যন্ত নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা আছে। এখনও পর্যন্ত কোন ও ট্রলার ইলিশের সন্ধানে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারেনি।ফলে এ বার জামাই ষষ্ঠীতে মিললো না টাটকা ইলিশ।

তবে শ্বশুর শাশুড়ির মনোবাঞ্ছা পূরণে ভরসা রাখতে হলো হিমঘরের ইলিশের উপরেই। মাছের বাজার গুলিতে পলিথিনে মোড়া বরফ–ঠান্ডা ইলিশ বিক্রি হচ্ছে টাটকা ইলিশের থেকেও বেশি দামে।এ বছর জামাইষষ্ঠীতে রায়দীঘি, কাকদ্বীপ, নামখানা, এবং ডায়মন্ডহারবারে পাইকারি মাছ বাজারের ব্যবসায়ীদের ভরসা এই মায়ানমারের ইলিশ। এই ইলিশই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে খুচরো বাজারে। তাও বছর খানেকের পুরনো।হিমঘরে থাকা সেই মাছই এ বার পড়ল জামাইদের পাতে। আকারে বড় মাছের দাম খোলা বাজারে ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকা প্রতি কেজি। তাই জামাই আদরে রূপোলি ফসল ঘরে আনতে কপালের ভাঁজ চওড়া হতে বাধ্য শ্বশুরমশাইদের।

বিভিন্ন পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ীরা বলেন, জামাইষষ্ঠীর দিন রাজ্যে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ টন ইলিশের চাহিদা থাকে। তবে এ বার শুধু ইলিশের দামেই ছ্যাঁকা নয়, পাবদা থেকে গলদা, ভেটকি থেকে কাতলা– সব মাছেরই একই অবস্থা। দামের ঠেলায় মাথায় হাত মধ্যবিত্তের। কাকদ্বীপের বাজারে এক কেজি ইলিশের দাম বুধবার সকালে ছিল ২২০০–২৫০০ টাকার কাছাকাছি। একই বাজারে পাবদার কেজি ৫০০–৫৫০ টাকা, ভেটকিরও একই দাম। গলদা ৭০০–৮০০ টাকা, কাতলা (কাটা) ৫০০ টাকা কেজি। তবু বছরে এই একটা দিন জামাই আপ্যায়নে ত্রুটি রাখতে চান না কোনও শাশুড়ি। প্যাকেট–বন্দি ইলিশই তাই বিকোচ্ছে দেদার।ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্র বাজারের এক মাছ ব্যবসায়ী বলেন,এই মুহূর্তে বাজারগুলিতে হিমঘরের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে। এই ইলিশ মূলত মায়ানমার থেকে আমদানি করা হয়। মায়ানমারের ইলিশ একটু সরু ও লম্বাটে হয়ে থাকে। আর জামাইষষ্ঠী মাত করছে এই ইলিশই।রায়দীঘির এক মৎস্যজীবী বলেন, ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার ইলিশ রফতানির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাই মায়ানমার থেকে ইলিশ মাছ জাহাজে করে এ রাজ্যে আনা হয়। এগুলি বেশির ভাগই ইরাবতী নদী থেকে ধরা ইলিশ।বুধবার সকালে কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, এবারের জামাইষষ্ঠীতে ইলিশের যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে তা মিটে যাবে কয়েক দিনের মধ্যে। ১৬ জুন থেকে সমুদ্রে মাছ ধরতে ট্রলারগুলি যাবে। এরপরে মাছের দাম অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।তবে আপাতত এ বছর মায়ানমারের ইলিশই মান রাখলো জামাই ষষ্ঠীতে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

চাঁদ পাড়া রাস্তা উন্নয়নের দাবী

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়া অঞ্চলের প্রধান সড়কটী আজও অবহেলিত থাকার ফলে স্থানীয় অধিবাশীদের মধ্যে খুবই অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। আমাদের প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাত করে ঐ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ঠ ব্যাক্তি অভিযোগ করেন যে স্বধীনতার পর বহু বছর পার হলো, বহু আবেদন নিবেদন করেছি কিন্তু আজও পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কৃপালাভ করতে সক্ষম হইনি। অথচ প্রায় পনের হাজার লোকের যাতায়াতের এই রাস্তাটা সহরের রাস্তার সাথে একমাত্র যোগাযোগকারী প্রধান সড়ক। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই এই কাঁচা রাস্তাটির মাঝে মাঝে এক একটা বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয়। যাহার ফলে প্রতিবৎসরই ২।৪ জনকে গুরুতর ভাবে আহত হতে হয়। আমাদের অনুরোধ জেলা কতৃপক্ষ অবিলম্বে উক্ত রাস্তাটির প্রতি নজর দিন।

৮ম বর্ষ, ৮ জুন ১৯৭৪, শনিবার, ২৭শ সংখ্যা, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

ফলাফল পরবর্তী হিংসায় গ্রেপ্তার ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাহাপুরে ৬ জুন দুপুরে বিজয় মিছিল থেকে বিজেপি বুথ সভাপতি দেবব্রত ঘোষের দোকান ঘরে ভাঙ্গচুর এবং দেবব্রতর ভাই ও বাবাকে রড,বাঁশ,লাঠি দিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠে গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য শেখ নবীনের নেতৃত্বাধীন তৃনমূলের বিরুদ্ধে। মাথা ফেটেছে দেবব্রত ঘোষের। জখমরা সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আটজন তৃনমূলকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ। সাত জুন সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। মূল অভিযুক্ত গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য শেখ নবীন পলাতক। ৬ জুন সন্ধ্যায় সিউড়ি একনং ব্লকের করিধ্যা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার এক গ্রামে বিজেপি পরিবারের এক মহিলাকে বাড়ি ভেতর ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে তৃনমূলকর্মী মন্টু বাগদীর বিরুদ্ধে। সিউড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই নির্যাতিতা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা জেলাশাসক দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছে। সিউড়ি ১ নং ব্লকের কেন্দুয়া গ্রামপঞ্চায়েতের হাড়াইপুর গ্রামে সেখ রাজেশের পরিবারের সঙ্গে সেখ রাজুর পরিবারের দীর্ঘদিনের সংঘাত। ৫ জুন দুপুরে সেখ রাজুর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে সেখ রাজেশ বলে অভিযোগ। আহত হয়ে সেখ রাজু বর্তমানে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেখ রাজেশের কাকীমা মেহেরুন্নেসা বিবি কেন্দুয়া গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন সদস্য। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে সপরিবারে কংগ্রেস করতে শুরু করে। লোকসভা নির্বাচনেও তাঁরা কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করে । রাজু গ্রামে সক্রিয় তৃণমূলকর্মী হিসাবে পরিচিত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সিউড়ি থানার পুলিশ। আক্রান্ত বিজেপিকর্মী শ্রীকান্ত রুইদাস বোলপুর লোকসভাকেন্দ্রের মল্লারপুর ১ নং গ্রামপঞ্চায়েতের গোয়ালা গ্রামের বাসিন্দা। ৪ জুন ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর গোয়ালা গ্রামে বিজয় মিছিল করে তৃণমূল। সেইমিছিল শেষ করে ফেরার পথে রাত্রি বারোটা নাগাদ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে । সেই বোমা তার বাড়ির চালে ফাটে। বোমা ফাটার পরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বিজেপিকর্মী শ্রীকান্ত রুইদাসের পরিবার। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মল্লারপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভোট পর্ব মিটলেও জঞ্জালমুক্ত হয়নি স্কুল, দাবি প্রধান শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ভোটপর্ব মিটে গেলেও এখনো বহু স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে ভোট পরবর্তী হিংসার কারনে।আর এই বাহিনীর থাকা স্কুলগুলো যেন নরক গুলজার।আর স্কুল খুললে পঠনপাঠন নিয়ে চিন্তায় শিক্ষকেরা।স্কুল চত্বর গুলিতে গেলেই দেখা মিলছে চারদিকে খাবার ও খাবারের প্যাকেট পড়ে আছে। ক্লাসরুমে বেঞ্চ ভাঙা, আবর্জনায় ভর্তি। খারাপ হয়ে গিয়েছে পানীয় জলের কল,পাখা সহ অন্যান্য ইলেকট্রিক সামগ্রী। ভোটপর্বে ব্যবহার করা হয়েছিল একাধিক স্কুল। কিন্তু সেই ভোটপর্ব মিটে গেলেও এখনও নির্বাচনী প্রয়োজনে গড়ে তোলা পরিকাঠামো সরানো হয়নি বহু স্কুল থেকে। ফলে স্কুল খুললে পঠনপাঠন কীভাবে চলবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নির্বাচন মেটার পর এমনই পরিস্থিতি ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া অনেক স্কুলের। কোনও কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য নিজেরাই পরিষ্কার করে নিয়েছেন।যে সব স্কুলে শুধু ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হয়েছিল সেখানকার পরিস্থিতি তুলনায় ভাল। তবে ভোটের জন্য যে সব স্কুলে দীর্ঘ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল, কিংবা যেখানে গণনা কেন্দ্র করা হয়েছিল তাদের পরিস্থিতি রীতিমতো বেহাল।এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের প্রধান শিক্ষক সংগঠণের সম্পাদক চন্দন কুমার মাইতি। তিনি বলেন, রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে স্কুলের বেহাল অবস্থার খবর আসছে। নিজের কৃষ্ণচন্দ্রপুর স্কুল চত্বরের পরিস্থিতিও খুব একটা ভাল নয়।কারণ এই স্কুলে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের গণনা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিলো।তাই প্রশাসনকে বলব দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য।নির্বাচন পর্ব মিটে গেছে এবার স্কুল গুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১৫ জুন – ২১ জুন, ২০২৪

জাতীয় সম্ভাষণ হোক 'জয়হিন্দ'

সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন শেষে কেন্দ্রে নতুন সরকার এসেছে, বিগত ছিয়াত্তর বছর ধরে লালকেল্লার প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের শেষে দেশের প্রধানমন্ত্রীরা 'জয়হিন্দ' ধ্বনি তুলেছেন সমবেত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে। অখন্ড ভারতের প্রথম আর্ন্তজাতিক ভাবে স্বীকৃতি নেতাজির আজাদহিন্দ সরকারের জাতীয় সম্ভাষণ ছিল 'জয়হিন্দ'। শুধু আজাদহিন্দের সেনারা পারস্পরিক সম্বোধন 'জয়হিন্দ' দিয়ে করতেন এমনটা নয়। আজাদহিন্দ সরকারের যাবতীয় বিভাগ, বেতার সম্প্রচার, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ, আজাদহিন্দ দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী অসামরিক মানুষজনের অন্তরের বাণী হয়ে উঠে ছিল 'জয়হিন্দ'। এর আগে বহু ভাষাভাষী ও ধর্মের মানুষজন মাতৃভূমির মুক্তি কামনায় আজাদহিন্দ ফৌজের সঙ্গে যুক্ত হলেও তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কার মতই পারস্পারিক সম্ভাষণ করতেন। সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে 'ইন্ডিয়ান লিঁজিয়ান গঠন করার পরেই এই প্রবণতা লক্ষ করে ছিলেন। শুধু ধর্মীয় নয়। 'বন্দেমাতরম', 'ভারতমাতা কী জয়', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এই ধ্বনি গুলির সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয় অতটা পরিচিত না থাকার কারণে সেভাবে উচ্চারিত হত না। ব্রিটিশ বিরোধী স্লোগান হিসেবেই এগুলি গণ্য হত। ভারতের বিপ্লবীকূল বাদে হাতে গোনা কিন্তু জাতীয় নেতা স্লোগান দিতেন ব্রিটিশ রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিলেন তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে সত্যাগ্রহী, অহিংস আন্দোলন কারীদের যেমন সম্পর্ক ছিল ঠিক তেমনই ভারতের সমস্ত গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল। আজাদহিন্দ সরকার পর্যায় এ নেতাজির নানা বেতার বক্তৃতায় ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ভারতমাতা কী জয় কিংবা বন্দেমাতরম ধ্বনি শোনা যায়। জাতীয় সম্ভাষণ হিসেবে গঙ্গা-সিন্ধু বিধৌত ভারতভূমির বা হিন্দুস্থানের জয়ধ্বনিতেই ঐক্য রচনার সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আজাদহিন্দের হাজার হাজার শহীদ এবং যোদ্ধা যাঁরা বুকের তাজা রক্তে ইম্ফল কোহিমার পার্বত্য ভূমিতে অন্তিমশ্বাস নিয়ে ছিলেন তাঁদের কণ্ঠে ছিল 'জয়হিন্দ' ধ্বনি। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইশাই সবার কণ্ঠে দেশমুক্তির সংকল্পে চিন্তা, চেতনা ও মননে 'জয়হিন্দ' এর অবদান অবিস্মরণীয়। বর্তমানে সেনা বাহিনীতে 'জয়হিন্দ' স্বীকৃত হলেও বৃহত্তর জনসমষ্টি আজও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সম্ভাষণগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে চলেছে। অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে 'জয়হিন্দ' বাধ্যতামূলক হোক যেমন সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীরের বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কয়েকটি রাজ্যের বিদ্যালয়ে 'ইয়েস স্যার', 'ইয়েস ম্যাডাম' এর পরিবর্তে 'জয়হিন্দ' চালু হলেও অফিস, আদালত, সরকারি ক্ষেত্রে নেতাজির 'জয়হিন্দ' ধ্বনি অবশ্যক করা হলে আখেড়ে দেশেরই মঙ্গল।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

রাম বললেন, বিদূরথের বংশাবলী বিভিন্ন মন্ত্রী ও সকল পুরবাসী একই প্রকারে প্রতিভাত হল, এর কারণ কি? বশিষ্ঠ বললেন, সাধারণ বায়ু ঝটিকা বায়ুর অনুগামিনী হয় যেমন, তেমনই নানা আকৃতি সম্পন্ন সংবিৎ প্রধান চিতশক্তিকে অনুসরণ করে। চিতিশক্তি সর্বগামী, তাই অন্যান্য সংবিৎ সেই শক্তিকে অনুসরণ করে। বিদূরথের আমি এই বংশে রাজা হব এই বাসনায় দৃঢ় হওয়ায় তাঁর চৈতন্যজীব রাজন্য বৃত্তিসম্পন্ন হয় এবং অন্যান্য জনের সংবিৎ তা যথাবিধি অনুমোদন করে।

রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ! আমি ও আমার এই জগৎ এই ভ্রমজ্ঞানের যথার্থ কারণ না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে এই ভ্রমজ্ঞান উদিত হয় তা আবার বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, বোদ্ধা পুরুষ এই ভ্রমজ্ঞানকে স্বরূপতঃ চৈতন্যের অংশ বলেই জানেন। সোনার গহনা বা জলের তরঙ্গ সোনা বা জল থেকে পৃথক নয়, ভ্রমাত্মক এই জগৎও ঈশ্বর হতে পৃথক নয়। সোনা যেমন গহনাতে আকারিত হয়, তেমনই ঈশ্বর জগদাকারে প্রকাশিত হন। সমস্ত জীবের অন্তরে ব্রহ্মকে বিজ্ঞাত হওয়ার অক্ষমতারূপ অজ্ঞান থাকে। ঐ অজ্ঞানই আমি এবং জগৎ ইত্যাদি আকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বায়ুতে যেমন স্পন্দন উদ্ভুত হয়, তেমনই অবিদ্যাপ্রতিফলিত স্বসংবেদন ব্রহ্ম নিজেতে নিজে আত্মপ্রপঞ্চ কল্পনা ক'রে ভ্রমলীলা রচনা করেন। সেই সময় কারণে বিলীন শব্দতন্মাত্র আকাশরূপে প্রকাশ পায়। আকাশভূত সেই ব্রহ্ম স্পর্শতন্মাত্রময় অনিল রূপে, সেই বায়ুরূপ ব্রহ্ম রূপতন্মাত্রময় তেজ, তেজোময়ব্রহ্ম রসতন্মাত্রময় জল এবং জলভুত ব্রহ্মা গন্ধতন্মাত্রময় ক্ষিতি ভূতে প্রকাশিত হন। এই ভাবে যে ব্রহ্মের জগদ্যকারে প্রকাশ, তা এক নিমেষের একলক্ষ ভাগের একভাগ সময়েরও কম সময়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তার অবস্থিতি কল্পকোটিকাল ধরে সংস্থিত থাকে। নিজ নিজ আত্মাতে যিনি ব্রহ্মকে যেভাবে পরিজ্ঞাত হন, তিনি স্বীয় মায়াপ্রভাবে সেই ভাবেই প্রকাশ পেয়ে থাকেন। সুতরাং এই জগৎপ্রপঞ্চ যে ব্রহ্মের বিলাসী অনুভবমাত্র তাতে আর সন্দেহ কি? মন এবং অন্য ইন্দ্রিয়াদি বহির্মুখী হয়ে যা কিছু দেখে-শোনে-উপলব্ধি করে, তা শুধু কল্পনা। তাই তা অসত্য। বায়ুর প্রবাহ-কার্য্য দ্বারা বায়ুর বিদ্যমানতা বোঝা যায়, প্রবাহ রুদ্ধ হলে বায়ুর উপস্থিতি জানা যায় না। তেমনভাবেই অজ্ঞান থাকলে অসত্য জগতের বিদ্যমানতা বোঝা যায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হলে জগতের অস্তিত্ব আর থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তেজকে আলোক রূপে না দেখলে তা অসত্যদর্শন, কিন্তু তেজ ও আলো অভিন্ন এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান বা দর্শন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সংখ্যাগরিষ্ঠতার জাদু এক-চতুর্থাংশ ভোট

নরেন্দ্রনাথ কুলে

মোদীজি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রিত্বের ইতিহাস স্পর্শ করলেন। ইতিহাস সম্পর্কে তিনি সবসময়ই সচেতন। ইতিহাস ভেঙে ইতিহাস তৈরি করার নিরলস চেষ্টা করে চলেন। তাঁর ইতিহাস গড়ার সমর্থনে কত মানুষ তাঁর সঙ্গে আছেন? এ প্রশ্ন করা মানে অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হবে। কারণ ২০১৪, ২০১৯ সালে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাঁদের, তাঁদের জন্য সমর্থন বা তাঁর জন্য মানুষের সমর্থনের কথা বলা মানে হাস্যকর তো বটেই। মানুষের সমর্থন আছে

বলেই তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মানুষের সমর্থন হিসেব যদি করা যায়, তাহলে বিজেপির বা মোদীজির পক্ষে ভোটের পরিসংখ্যানের দিকে চোখ দিতে হবে।

২০১৪ সালে মোদীজির পক্ষে মানে বিজেপির পক্ষে ভোট ছিল ১৭.১ কোটি, সহযোগী দল সহ ছিল ২১.৩ কোটি। তখন মোট ভোটার ছিল ৮৩.৪ কোটি। তাহলে মোদী বা বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীর মোট ভোট যা, অবশিষ্ট তার সমর্থনে নয়। তাই যদি হয়, ২০১৪ সালে মোদীর সমর্থনে নয় এমন মানুষের সংখ্যা ৬৬.৩ কোটি যা মোট ভোটারের প্রায় ৭৯.৫%। অর্থাৎ বিজেপি ভোট পেয়েছিল মোট ভোটারের হিসেবে ২০.৫। জোটের ভোটসংখ্যাসহ ধরলে ৬২.১ কোটি মানুষ মোদীজির সমর্থনে নয়। যদিও দেশের মোট জনসংখ্যার বিচারে হলে এই সংখ্যা আরও বেশি হবে। যেহেতু ভোটাধিকার বয়সের মাপকাঠিতে সবাই ভোটার নয়, তাই মোট জনসংখ্যার হিসেবে তার যৌক্তিকতা থাকে না। তবু মোট জনসংখ্যার হিসেব একেবারে অবহেলা করা যায় না। মোট জনসংখ্যা বাদ দিয়ে যদি ভোটদানের পরিসংখ্যান ধরা হয়, যা সাধারণত ধরা হয়েই থাকে। ২০১৪ সালে মোট ভোট পড়েছিল ৫৫.৩ কোটি যা মোট ভোটারের ৬৬.৪০%। তাহলে এই পরিসংখ্যানেও বিজেপির সমর্থনে ভোট ছিল না ৩৮.২ কোটি যা ৬৯%। এই ৬৯% বা মোট ভোটারের ৭৯.৫% সমর্থন না থেকেও লোকসভা আসনের ৫২.৩% আসন মানে ২৮৪ টি আসন জয়ে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল।

২০১৯ সালে মোট ভোটার ছিল ৯১.২ কোটি। ভোট পড়েছিল ৬৭% যা প্রায় ৬১.১ কোটি। বিজেপির পক্ষে ভোট ছিল ২২.৯০ কোটি যা মোট ভোটারের ২৫.১%। তাহলে মোট ভোটারের সাপেক্ষে ৬৮.৩ কোটি ভোটার মোদীজি বা বিজেপির সমর্থনে ছিল না, যা মোট ভোটারের ৭৪.৯%। আর যদি ভোটের নিরিখে হয় তাহলে ৬২.৫% মানুষের সমর্থন ছিল না মোদিজির পক্ষে। অথচ ২০১৯ সালে মোদিজির দলে আসনসংখ্যা এককভাবে ৩০৩। লোকসভার মোট আসনের ৫৫.৮%। মোট ভোটের ৬২.৫% বা মোট ভোটারের ৭৪.৯% সমর্থন না থাকলেও বিজেপি এককভাবে ৫৫.৮% আসনে জয়ী হয়েছিল।

ষোলো তম ও সতেরো তম (২০১৪ এবং ২০১৯) লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় অষ্টাদশ নির্বাচনের ফল বিজেপির কাছে মোদীজির কাছে একেবারেই আশাপ্রদ নয়। কিন্তু জোটসঙ্গীর জটা ধরে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ অটুট রয়েছে। এটাই একমাত্র ভরসা। একক শক্তির ক্ষয় হয়েছে অনেকটাই। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০% আসন কমে মোট আসনের ৪৪.২% আসন মানে ২৪০ আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি এই লোকসভা নির্বাচনে।

দেখে নেওয়া যাক মোট ভোটারের প্রেক্ষিতে বিজেপির পক্ষে সমর্থন কত সংখ্যক। এ বছর অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে মোট ভোটার ৯৬.৮৮ কোটি। ভোট পড়েছে ৬৫.৭৯%। প্রায় ৬৩.৭৩ কোটি ভোট পড়েছে। বিজেপি ভোট পেয়েছে ২৩.৫৯ কোটি যা মোট ভোটের ৩৬.৫৬%। কিন্তু মোট ভোটারের নিরিখে ২৪.৩৪%।

তাহলে মোট ভোটারের নিরিখে বিজেপির পক্ষে সমর্থন নেই ৭৫.৬৬%, আর মোট ভোটের নিরিখে ৬৩.৪৪% সমর্থন নেই। অনেকেই বলবেন বা সকলেই জানেন যে ভোটের নিরিখে হিসেবই তো পদ্ধতি। তাতে জোটসঙ্গীদের ভোট যোগ হবে তাতে শতাংশের হিসেব বৃদ্ধি পাবে। এবার জোটসঙ্গীসহ বিজেপির ঝুলিতে ৪২.৫% ভোট অর্থাৎ ২৭ কোটি ভোট। তাও যদি হয় মোট ভোটারের সাপেক্ষে ৬৯.৮৮ কোটি অর্থাত ৭২.১৩% ভোট বিজেপির সমর্থনে নেই।

এবার বিজেপি বিরোধী ভোট আই এনডিআই এ জোট পেয়েছে মোট ভোটের ৪০.৬% যা ২৫.৮৭ কোটি আর অন্যান্যরা মোট পেয়েছে ১০.৮৬ কোটি।

এই পরিসংখ্যানে একটা প্রশ্ন আসে যে যাঁরা ভোটদান থেকে বিরত থেকেছে তাঁদের বিপক্ষ হিসেবে ধরার কোন অর্থই হয় না। ঠিক কথা। কিন্তু সেই সংখ্যাটা কম নয়। ২০১৪ সালে ২৮.১ কোটি, ২০১৯ সালে ২০১৯ সালে ৩০.১ কোটি এবং এই ২০২৪-এ ৩৩.১৫ কোটি মানুষ ভোটদান থেকে বিরত থেকেছেন। এমনকী করোনাকালে ৮০ কোটি মানুষ যে রেশন পেয়েছেন, সেই ৮০ কোটি মানুষ সকলে এবারে ভোট দেননি । তাই এবারে ভোট পড়েছে ৬৩.৭৩ কোটি।

সমস্ত দলের নিজস্ব ভোট বা জোটসঙ্গীসহ মোট ভোটের থেকে ভোট না-দেওয়ার সংখ্যা সব নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সবসময়ই বেশি। শুধু তাই নয় ভোটার বাড়ার সাথে সাথে ক্রমশই বাড়ছে সেই সংখ্যা। এত মানুষ ভোটদান থেকে বিরত থাকছেন কেন? ভোট পদ্ধতির প্রতি বিতৃষ্ণা, রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা ? রাজনীতি বা ভোট পদ্ধতির প্রতি বিতৃষ্ণা হলে, তার জন্য রাজনীতির বর্তমান চর্চাই দায়ী বলে বলতে হবে। আর রুটি-রুজির টানে যদি ভোট দেওয়ার সময় বয়ে যায়, তাহলেও বলতে হবে যে এই ভোটচর্চা এত মানুষের কোনও কাজে আসছে না। রাজনীতির মানুষেরা ভাবছেন কি?

ভোটের তথাকথিত হিসেবে দল বা জোট জেতে। বিজেপি ও তার জোট এভাবেই জিতেছে ঠিকই কিন্তু পরপর তিনটি লোকসভা মিলে বিজেপির পক্ষে সমর্থনের গড় ২৫%। মানুষের এক চতুর্থাংশ সমর্থনের সরকার আমজনতার সরকার হয়ে কাজ করবে এমন আশা করা যায় কি?

ভোট পরবর্তী হিংসায় হাইকোর্টের রিপোর্ট তলব

কুনাল মালিক : রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসায় বারবার সরব হয়েছে বিজেপি। ভোট পরবর্তী হিংসায় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা এখনো আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। এই ঘটনাকে সামনে রেখে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গত বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল আগামী ২১ জুন পর্যন্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী বলবত থাকবে। সেই সঙ্গে লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্যের রিপোর্ট ও তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। এখনো পর্যন্ত যে যে অভিযোগ এসেছে তার ভিত্তিতে পুলিশ কী

পদক্ষেপ করেছে রিপোর্টে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ১৪ জুনের মধ্যে রাজ্যকে রিপোর্ট পেশের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তা নিয়ে হিংসার মোকাবিলা করা নির্দেশ দিয়েছে আদালত। নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়ে দিয়েছিল আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত স্পর্শকাতর এলাকায় থাকবেন কেন্দ্র বাহিনী জোয়ানরা। কারণ নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিংসায় নদিয়ার এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়। এছাড়া ভোটে কলকাতা তথা জেলার নানা প্রান্তে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকরা আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোগের আঙুল ওঠে শাসক তৃণমূলের দিকে। যদিও তৃণমূল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। প্রসঙ্গত ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পরেও রাজ্যের একাধিক জায়গায় ভোট পরবর্তী হিংসায় অনেক বিরোধীদলের কর্মী সমর্থকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। এবার লোকসভা নির্বাচনের পরে যাতে ভোট পরবর্তী হিংসা আরও তীব্রতা না পায় তার জন্যই কলকাতা হাইকোর্ট এই পদক্ষেপ নিলো বলে সূত্রের খবর। এদিন মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পাল্টা রাজ্যের আইনজীবী দাবি করেন এগুলি আদৌ জনস্বার্থ মামলা নয় এগুলি প্রচার সর্বস্ব মামলা।

রাজ্যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন

তৃণমূল ও বিজেপি উভয়ের কাছেই চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকসভা ভোট মিটতে না মিটতেই আবার রাজ্যে বিধানসভার উপনির্বাচন চারটি কেন্দ্রে। কেন্দ্রগুলি হল রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা এবং মানিকতলা। গত একুশের বিধানসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদা আসনে জিতেছিল বিজেপির প্রার্থীরা। মানিক তলায় জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু ভোটের পরেই রায়গঞ্জ কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি এবার লোকসভা কেন্দ্র রায়গঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী হন। কিন্তু দলবদলের জন্য তাকে বিধায়ক পদে ইস্তফা দিতে হয়। এই কেন্দ্রে এবার জয়ী হয় কার্তিক পাল বিজেপির। শুধু তাই নয় তার নিজস্ব যে কেন্দ্র রায়গঞ্জে তিনি ৪৭ হাজারেরও বেশি ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন। নদিয়া জেলার রানাঘাট দক্ষিণ এ একুশের বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী জিতেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনিও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এবারে তৃণমূল কংগ্রেস তাকে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছিল। কিন্তু তিনি পরাজিত হয়েছেন। এমনকী তিনি তার নিজস্ব বিধানসভায় ২৭ হাজার ভোটে হেরেছেন। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২১ সালে বিজেপির হয়ে জিতেছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। তিনিও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন। তিনিও এবার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন এবং পরাজিত হয়েছেন। নিজের কেন্দ্রে কুড়ি হাজারের ভোটে পিছিয়ে আছেন। এই তিনটে কেন্দ্রে এবার উপনির্বাচন হতে চলেছে পাশাপাশি মানিকতলা কেন্দ্রের বিধায়ক সাধন পান্ডে প্রয়াত হবার পর নতুন করে আবার উপ নির্বাচন হতে চলেছে। মানিকতলা কেন্দ্রে এবার লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে থাকলেও জয়ের ব্যবধান বেশি নয়। আসন্ন চার বিধানসভা কেন্দ্রে জিততে মরিয়া বিজেপি সেই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে এই চার বিধানসভা কেন্দ্রে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস ৪ কেন্দ্রেই প্রার্থী ঘোষণা করেছেন। রায়গঞ্জে লড়ছেন কৃষ্ণ কল্যাণী, দক্ষিণ রানাঘাটে মুকুটমণি অধিকারী এবং বনগাঁয় মধুপর্ণা ঠাকুর এবং মানিকতলা সুপ্তি পাণ্ডে। বিজেপি বা বাম দল শুক্রবার পর্যন্ত কোনো প্রার্থী ঘোষণা করে নি।

দেশ দেশান্তরে

জন্ম নিল বিরল যমজ হাতি

সুমন্ত ভৌমিক

থাইল্যান্ডে একটি এশিয়ান হাতি যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছে, যা একটি বিরল ঘটনা। হাতিটিকে যারা দেখাশোনা করেন তারা এই ঘটনাকে অলৌকিক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। সেভ দ্য এলিফ্যান্টস নামে একটি গবেষণা সংস্থার মতে, মাত্র এক শতাংশ হাতির যমজ সন্তান হয় এবং তা আবার যদি হয় ছেলে ও মেয়ে তা আর বিরল। যমজ সন্তানের মধ্যে একটি পুরুষ এবং অন্যটি মাদি হাতি। ৩৬ বছর বয়সী এই মা হাতির নাম চামচুরি। সে যমজ সন্তান প্রসব করবে বলে প্রত্যাশিত ছিল না। গত শুক্রবার প্রথমে সে প্রথম সন্তান প্রসব করে। তখন আয়ুথায়া এলিফ্যান্ট প্যালেস এবং রয়্যাল ক্রালের কর্মীরা ভেবেছিলেন একটি সন্তানই প্রসব করেছে। কিন্তু প্রসবের পর বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝতে পারেন চামচুরি আরো একটি মাদি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দেওয়া পর মা হাতিটি চমকে যায় এবং সদ্য জন্ম নেওয়া সন্তানের ওপর যাতে পা ফেলে না দেয় তাই হাতিটির মাহুতরা তাকে বাধা দিতে গেলে একজন আহত হন।

থাই রীতি অনুযায়ী জন্মের সাত দিন পর তাদের নামকরণ করা হবে। ৫৫ কেজি (১২১ পাউন্ড) মাদী বাছুরটি স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য ছোট আর তার ভাইয়ের ওজন ৬০ কেজি। দর্শনার্থীরা যমজ বাচ্চা হাতিদের নামের অপেক্ষায় আছে এবং তাদের দেখতে আয়ুথায়ার পার্কে ভিড় জমাচ্ছেন। পার্কটি দাবি করেছে, হাতিগুলোকে দিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করান হতো। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়েছিল।

হাতিটির মাহুত ৩১ বছর বয়সী চারিন সোমওয়াং মা হাতিকে আটকাতে গিয়ে তার পা ভেঙে ফেলেন। তিনি বলেন, আমি এতটাই খুশি হয়েছি যে পা ভাঙার ব্যথা অনুভব করতে পারিনি তখন। এটা স্বাভাবিক যে নতুন মা সবসময় বাচ্চাকে লাথি বা ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করবে... আমি ভয় পেয়েছিলাম যে সে তার সন্তানের ক্ষতি করতে পারে। তাই আমি এগিয়ে গিয়ে মা হাতিকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলাম। তিনি আর জানান, যখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল তখনই তিনি আঘাতের পরিমাণ বুঝতে পারেন।

পশু চিকিৎসক লার্ডথংটার মীপান বলেন, দ্বিতীয় সন্তানটিকে মা হাতি থেকে দূরে সরিয়ে আনার পর সে উঠে দাঁড়ায়। আমরা সবাই তখন উল্লাসে ফেটে পরেছিলাম, কারণ এটি একটি অলৌকিক ঘটনা। আমরা সবসময় যমজ হাতি দেখতে চেয়েছিলাম কিন্তু সবাই এই ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হয় না। কারণ এটি খুব সচরাচর ঘটে না। নিজের সম্পর্কে তিনি জানান, তিনিও হাতি পার্কে বড় হয়েছেন এবং নিজেও যমজ সন্তানের মা। থাইল্যান্ডে হাতি পবিত্র বলে বিবেচিত। হাতি দেশটির একটি জাতীয় প্রতীকও বটে।

পাঠকের কলমে

আজও উপেক্ষিত বিপ্লবী হাবু মিত্র

বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার একজন প্রধান হোতা ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মিত্র(হাবু)। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবন কাহিনী বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু আজও সেই বিস্মৃতপ্রায় বরেণ্য বিপ্লবীকে নিয়ে কোথাও তেমনভাবে আলোচনা করা হয়নি-এটা আমাদের কাছে বড়ই আক্ষেপের বিষয়। বীর বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র জন্মেছিলেন হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর গ্রামে। আত্মোন্নতি সমিতির এই দুরন্ত সভ্য কাজ করতেন আর.বি.রডা কোম্পানির দপ্তরে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সেই রক্তঝরা দিনে প্রায় নিরস্ত্র বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার এক বিরাট দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছিলেন হাবু মিত্র। বিদেশ থেকে রডা কোম্পানি মারফৎ এদেশে আসা প্রচুর অস্ত্র সম্ভার যেমন করেই হোক রডা কোম্পানির গুদামে পৌঁছোনোর আগেই লুঠ করে নিতে হবে এই ছিল তাঁর সংকল্প। বিপ্লবী যতীন মুখার্জি, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, হরিদাস দত্ত, শ্রীশচন্দ্র পাল প্রমুখ সাহসী বিপ্লবী নেতাদের সাহায্যে রডার অস্ত্র লুঠ করে মলাঙ্গা লেনের বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট।

দেশব্রতী,সর্বত্যাগী, বিশ্বপথিক হবু মিত্রের শেষ পরিণতি আজও অজ্ঞাত। তাঁর সাহায্যে যেসব অস্ত্রশস্ত্র বিপ্লবীদের হাতে এসেছিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এখনও উল্লেখিত হয়। রডার অস্ত্রেই সজ্জিত হয়ে বুড়িবালামের তীরে বাঘাযতীন এবং তাঁর সঙ্গীরা মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু হায়, ইতিহাসের পাতায় এই অমর বিপ্লবীকে সেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

শুধু রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে লাইব্রেরীর সম্মুখভাগে ১৯৮৩ সালে নির্মিত এক স্মৃতিফলক আর আগাছা আবৃত জন্মভিটাটুকু ছাড়া তাঁর বিশেষ কিছু স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট নাই। এলাকাবাসির দাবি, বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্রের অবদান ছড়িয়ে পড়ুক সারা বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে। সংরক্ষণ করা হোক তাঁর জন্মভিটা। রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর সম্মুখভাগে নির্মিত বিপ্লবীর স্মৃতিফলকটির সুসংস্কার করা হোক। এছাড়াও পাঠ্যাংশে অন্তর্ভুক্ত করা হোক শ্রীশচন্দ্র মিত্রের জীবনী। আমতা-বালিচক রাস্তার নাম হোক তাঁর নামে।

অসীম কুমার মিত্র

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

শস্যগোলায় স্বস্তির বৃষ্টিতে খুশি পাটচাষিরা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : টানা দাবদাহের পর অবশেষে চলতি সপ্তাহে স্বস্তির বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গেও। পরপর ২ দিনের এই বৃষ্টিপাতে উপকৃত হয়েছে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার চাষআবাদ। বিশেষ করে এই জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার পাটচাষ দারুণভাবে উপকৃত হয়েছে বলে কৃষকরা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে ঝিঙে, শশা, বরবটি, লাফা প্রভৃতি ফসলের ক্ষেত্রেও এই বৃষ্টিপাত যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এককথায়, জেলার কৃষকরা মোটের ওপর খুশি। এই জেলার সীমান্তবর্তী খাজুরডিহি পঞ্চায়েতের চরএকাইহাট গ্রামের কৃষক মৃত্যুঞ্জয় গাইন বলেন, আমাদের এই এলাকা মূলত কৃষিপ্রধান। তাই অসংখ্য মানুষ সারাটা বছর নানাবিধ ফসলের চাষ করেন। তার মধ্যে পাটচাষও রয়েছে। এবারে একটানা কাঠফাটা গরমে সকলেরই হাঁসফাঁস অবস্থা হয়েছিল। প্রচণ্ড গরমে পাটগাছ শুকিয়ে প্রায় মরে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতির কবল থেকে ক্ষেতের পাটগাছ বাঁচাতে চাষিরা মোটা টাকা খরচ করে একাধিকবার জলসেচ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। চাষিরা জানিয়েছেন, শেষমেশ বৃষ্টিতে পাটচাষ উপকৃত হওয়ায় খানিকটা স্বস্তি মিলল। এমনকি, কিছু কিছু সবজি খেতেরও উপকার হয়েছে। তবে, এরই পাশাপাশি মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত পরপর ২ দিনে বজ্রপাতের কারণে জেলায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে এক ছাত্রী সহ ২ জন। এছাড়াও ৩ টি গবাদিপশু মারা যায়। এর মধ্যে সোমবার বিকেলে মঙ্গলকোটেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

গ্রামীণ হাসপাতালে তৈরি হতে চলেছে ইকো টুরিজম পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর : হাসপাতালের মধ্যেই এবার ইকো ট্যুরিজম পার্ক, অবিশ্বাস্য হলেও এটাই এবার সত্যি হতে চলেছে মথুরাপুরে। মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরের বড় দীঘিকে ঘিরে এবার গড়ে উঠতে চলেছে মনমুগ্ধকর এই পার্ক।বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এই পার্ক তৈরির কাজ।হাসপাতালে আসা রোগী এবং রোগীর পরিবারের মানুষজনের একটু মন ভাল করতে এই ধরনের প্রয়াস হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির।পার্ক তৈরির পর সেখানে বসানো হবে একাধিক মনীষীদের মুর্তি। ইতিমধ্যে একাধিক ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে সেখানে। বয়স্কদের জন্য পার্কে থাকছে হাঁটার ব্যবস্থা।গাছের ছায়ায় ঘেরা হাসপাতালের দীঘিটিতে এখন দিনের সবসময় শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। সেটিকে ঘিরে সৌন্দর্যায়নের এই প্রয়াস মন কেড়েছে সকলের। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই পার্ক খুলে যাবে।এর আগে এই হাসপাতালে তৈরি করা হয়েছিল ঔষধি গাছের বাগান। এবার তার সঙ্গে তৈরি হচ্ছে এই পার্ক। এই পার্ক তৈরি হয়ে গেলে জেলার অন্যান্য হাসপাতাল গুলির কাছে একটি

দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এই গ্রামীন হাসপাতাল।মথুরাপুর ১ নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এই পার্ক তৈরি করা হচ্ছে।এব্যাপারে রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা মথুরাপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার বলেন, এই পার্ক ভবিষ্যতে রোগী ও রোগীর পরিবারের কাছে খুশির হাওয়া বয়ে আনবে। সেই সঙ্গে উপকৃত হবেন স্থানীয় বাসিন্দারা।আমরা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে রোগী ও রোগীর পরিবারদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছি।

সাসপেন্ড ৮ সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকা, বধূ নির্যাতন সহ একাধিক অভিযোগে ৮জন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে সাসপেন্ড করে দৃষ্টান্ত দেখালো বীরভূম জেলা পুলিশ। মল্লারপুর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার বিকাশকুমার ধরের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা রুজু হয়েছে মল্লারপুর থানায়। কাঁকরতলা থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার বরুণ ঘোষের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে কয়লা পাচার, অপরাধীদের ছাড়িয়ে দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠেছে। সিউড়ি থানার ৩ সিভিক ভলেন্টিয়ার – চন্দন দাস,সঞ্জয় ভট্টাচার্য,আশিস মাহারাকে কর্তব্যে গাফিলতির জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। দুবরাজপুর থানার তিন সিভিক ভলেন্টিয়ার – শেখ মহসিন,শেখ মিজানুর রহমান,শেখ রাজুকে সাসপেন্ড করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ। খোয়াজ মহম্মদপুরে বিস্ফোরণ কাণ্ডে সিভিক ভলেন্টিয়ার শেখ রাজুকে গ্রেপ্তার করেছিল দুবরাজপুর থানার পুলিশ। রাজুর বাড়ি থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। ৩১ মে সাসপেন্ড করা হয়। ছানুচ এলাকায় অবৈধ কয়লা কারবার নিয়ন্ত্রণ করতো শেখ মিজানুর রহমান অভিযোগ। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত করে ৮জন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ইঞ্জিন ভ্যানের ধাক্কায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম শুভ মন্ডল(২২)। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন নেকেরবানু হালদার নামে এক মহিলা ও তাঁর নাতি ফারহান হালদার।বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত আমঝাড়া জয়দেবের পোল এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে জয়দেব পোল এলাকার যুবক শুভ মন্ডল স্থানীয় বাজার থেকে জামাই ষষ্ঠীর বাজার করে টোটোয় চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন।

টোটোয় অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ফারহান ও তার ঠাকুমা নেকেরবানু হালদার।বাড়ির সামনে শুভ টোটো গাড়ি থেকে নামছিলেন।সেই সময় আচমকা একটি মোটর চালিত ইঞ্জিনভ্যান পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে জখম হয় টোটোর তিন যাত্রী। স্থানীয়রা তাদের কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা শুভ মন্ডল কে মৃত বলে ঘোষনা করেন। অন্যদিকে নাতি ও ঠাকুমার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হলে তাদের কে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। আমঝাড়া জয়দেবপোল এলাকায় এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছালে শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে মণ্ডল পরিবারের লোকজন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী খুঁজছেন

প্রথম পাতার পর

আর এই আঘাত যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে তাই শুরু হয়েছে ভোকাল টনিক বর্ষণ। কংগ্রেস নেতারা বলতে শুরু করেছেন এই এনডিএ সরকার ১বছরের বেশি টিকবে না। এরপর হবে ইন্ডি সরকার। ইন্ডি জোটের প্রাণ ভোমরা তৃণমূল নেত্রী তো বলেই দিয়েছেন কংগ্রেস সরকার গড়ার উদ্যোগ না নিয়ে ভুল করেছে, তবে শীঘ্র এই সরকার ভাঙবে। হবে বিরোধীদের সরকার। অর্থাৎ ইন্ডি জোটের স্বপ্ন ভঙ্গ নেতারাও ক্ষমতা দখলের পথ সন্ধানে মরিয়া।

দিন যত এগোবে এই পথ সন্ধান যে আগামী দিনে আরও গতি পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের। ফলে আগামী দিনে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘোড়া কেনাবেচা ও টানাপোড়েণের পথেই যে সরকারটা চলবে তা হলফ করে বলা যায়।

বিকল্প পথ দেখাচ্ছেন মোহন ভাগবতজী

প্রথম পাতার পর

নাড্ডার এই কথার জেরেই হয়তো এবারও কোনো আরএসএস কর্মীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় নি। তবে এই একলা চলার ফল কি হয়েছে তা আমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি।

সম্ভবত আরএসএসের বর্তমান প্রধান মোহন ভাগবতজী কয়েক দিন ধরে বার বার এই ফলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন বিকল্প পথের সন্ধান দিয়ে। বলছেন গণতন্ত্রে সকলকে নিয়ে চলতে হবে, বিরোধীদের মতামত শুনতে হবে। পথ বাতলাচ্ছেন মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার। রোজই কোনো না কোনো বার্তা দিচ্ছেন। তবে এই পথ বিজেপি আদৌ মাড়াবে কিনা তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর।

বজ বজ–বাউড়িয়া নদীপথে লোহার বদলে

প্রথম পাতার পর

এই প্রসঙ্গে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত জানান, বিষয়টি আমার জানা নেই তবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। গৌতমবাবু অবশ্য হুগলি জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেডের একটি ফোন নাম্বার দেন, এবং বলেন এদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে দেখুন। সমবায় সমিতির সম্পাদক চন্দ্রনাথ বাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গত সপ্তাহে মাঝ নদীতে একটি লোহার ভেসেলের ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়, কালো ধোঁয়া বের হচ্ছিল, বাউড়িয়া থেকে অন্য একটি ভেসেল পাঠিয়ে যাত্রীদের তাতে স্থানান্তর করে এপারে আনা হয়। ওই ভেসেলটি হাওড়া জেলার শালিমারে রিপিয়ারিংয়ের কাজ চলছে। সাময়িকভাবে যাত্রী পারাপারের জন্য লোহার ভেসেলের সঙ্গে একটি কাঠের ভেসেল দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় আগামী সোমবারের মধ্যে লোহার ভেসেলটিকে আবার পরিষেবার জন্য পাঠানো হবে। অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি জানান, বাউড়িয়া থেকে শেষ ভেসেল বজবজের দিকে আগে যেত রাত ৯টার সময়, ওই সময়টা বাড়িয়ে রাত ৯টা ২০ মিনিট করা হয়েছে। বজবজের দিক থেকে শেষ ভেসেল আসতো রাত ৯টা ১৫ মিনিটে, ওটা এখন আসে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। যাত্রী সাধারণকে কেউ কেউ ভুল তথ্য দিচ্ছে।

কাজের দিশা দেখাতে পারে

প্রথম পাতার পর

আর এই বিষয়গুলির উপর প্রাধান্য দিলেই সমগ্র দেশের প্রেক্ষাপট বদলে যাবে। তাহলে, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানেই পাঁচটি মৌলিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আর এ উদ্যোগ কর্মসংস্থানের দিশা দেখাতে পারে রুগ্ন ও মৃত প্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলকে এক সময় ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে তুলনা করা হত। সেই শিল্পাঞ্চলের জীবন–জীবিকা আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন, হতাশাক্লিষ্ট।

এ প্রসঙ্গে বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক অমল সেন বলেন, বিটি রোড ও ঘোষপাড়া রোডের দুপাশ দিয়ে অসংখ্য বন্ধ কলকারখানা কঙ্কালের মত সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সারিতে রয়েছেটেক্সম্যাকোর ব্লেড, উইমকো, শ্রীকৃষ্ণ রাবার, কমলা রেলিং মিল, হিমানি, টিটাগড় পেপার মিলস, ন্যাশনাল রাবার, হিন্দুস্থান লিভার। আর চটকলগুলির মধ্যে রয়েছে গৌরিপুর জুট মিল, আলেকজান্ডার জুট মিল, খড়দহ জুট মিল, ফেনিসন জুট মিল এবং রিলায়েন্স জুট মিল। মোট ২২ টি জুট মিলের মধ্যে বাকিগুলি চলছে ধুঁকে ধুঁকে।

বেলঘড়িয়া মোহিনী জুট মিলের জমি নিয়ে চলছে প্রোমোটারদের দড়ি টানাটানি। বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ উঠে গেছে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে মোহিনী, অন্নপূর্ণা, বঙ্গশ্রী, বঙ্গোদয়, বাসন্তী, স্বদেশী ইত্যাদি ২০টিরও বেশি কটন মিল বা কাপড় কল ছিল। বন্ধ আছে নিক্কো ইঞ্জিনীয়ারিং টায়ার কর্পোরেশনও। আজ এগুলি সব বেকারি, দরিদ্র, ক্ষুধা এবং মন্দার আক্রমণে হারিয়ে গিয়েছে।

সিপিআই(এম)– এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শ্রমিক সংগঠ(সিটু)–এর সম্পাদক গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের গাফিলতি ও জুটমিল বিরোধী নীতি নির্ধারণের কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক জুট মিল। ফলে বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে বা কাজ হারিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প পেশা হিসেবে ট্রেনে, বাসে হকারি করেছেন। কেউবা ফুটপাতে, রাস্তার ধারে বা প্লাটফর্মে অস্থায়ী ব্যবসা করেছেন। আবার কেউ কেউ কোনও কিছু বিকল্প কাজ করতে না পেরে বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ।’

এই প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, ‘ রাজ্য বড় জুট মিল বা কম্পোজিট জুট মিল রয়েছে ৫২ টি। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণায় ২২ টি। তার মধ্যে গৌরীপুর জুট মিল একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও কয়েকটি এখনও ক্লোস বা বন্ধ আছে। হুগলি জেলায় আছে ৮ টি। তার মধ্যে ৪ টি এখন বন্ধ। হাওড়া জেলায় ১০ টি। এর মধ্যে নাম করা কানোরিয়া জুট মিল টি একেবারে বন্ধ আরো দুটো বহু দিন ধরেই বন্ধ। কলকাতায় ৩ টি। তার মধ্যে ১ টি বন্ধ। দক্ষিণ ২৪পরগণায় ৭ টি। এর মধ্যে ১ টি ক্লোজার। বর্ধমানে একটি শক্তিগড় জুট মিল। আর ৫ টি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল জুট মিল কর্পোরেশন(এনজেএমসি) এই ৫ টি বন্ধ। এই মিলিয়ে ৫২ টি। আরও প্রায় ২০ টি নন কম্পোজিট জুট মিল রয়েছে। রাজ্যে সমস্ত কম্পোজিট ও নন কম্পোজিট জুট মিল মিলিয়ে মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ২.৫ লাখ। তার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণায় জুট মিল শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। আর রাজ্যে পাট চাষিদের সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। পাট হল, প্রকৃতিক তন্তু। এটা এমন এক শিল্প যা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু সরকারের নীতি নির্ধারনের সমস্যাজনিত কারণে আজ এই পরিবেশ বান্ধব ও শতাব্দী প্রাচীন এই শিল্প আজ মৃত্যুপথে।’ অশোক দাস আরো বলেন, ‘ এই সমস্ত জুট মিলে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক হল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এর জন্য কোনো সরকারি অনুমোদন লাগে না। এই সব চট কলগুলিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য গুলি থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করতে আসতেন।

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে প্রায় ১০ টি চট কলে শ্রমিক সংখ্যা এক একটিতে প্রায় ২ থেকে ৩ হাজার শ্রমিক কাজ করলেও কোনো স্থায়ী শ্রমিক নেই। এরা মূলত : কাজ করে স্বীকৃতীহীন, অধিকারহীন শ্রমিক হিসেবে। ফলে এদের কোনো পিএফ, ইএসআই, বোনাস, গ্র্যাচুইটি, পেনশন নেই। নেই কোনো সামাজিক সুরক্ষাও। যারা পিএফ, ইএসআই, গ্র্যাচুইটির টাকা পায় তা মালিকরা আত্মস্যাৎ করে। প্রায় ৬ বছর বন্ধ থাকা গোন্দলপাড়া জুট মিলে ২০১৭ থেকে এই পর্যন্ত প্রায় ২৫০ শমিকের মৃত্যু হয়েছে। আসলে বহু মিল মালিকরা লোকসানের অজুহাতে কারখানা বন্ধ করে প্রোমোটিং বা আবাসন শিল্পে ঝুঁকে পড়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ব্যবসাতেও ঘটেছে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ।এ সমস্ত কারণে এবং সরকারি উদাসীনতার আজ সমগ্র ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল মৃত্যু পথে।’

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সমস্ত রুগ্ন ও মৃতপ্রায় শিল্পের পুনরুজ্জীবনই কর্ম সংস্থানের দিশা দেখাতে পারে।

অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: পরনে হাফপ্যান্ট, দেহে আর কোন পোশাক নেই। হাতে পায়ে পিঠে সমস্ত জায়গায় টাটকা রক্তের দাগ। গায়ের মধ্যে কাদা মাটি ও লেগে। এরকম এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল জীবনতলা থানার পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত তাম্বুলদহ ২ পঞ্চায়েতের শ্রীনগর বটতলা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, বছর ৬০ বয়সের ওই ব্যক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। তার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এদিন সন্ধ্যায় ওই এলাকায় একটি ঢেঁড়স বাগানে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন।খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে খুঁচিতলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় এক চাষি বিকেল বেলা ঢেঁড়স বাগানে কাজ করতে গিয়ে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পায়। তারাই জীবনতলা থানায় খবর দেয়। স্থানীয়দের দাবি ওই ব্যক্তিকে বাইরে কোথাও খুন করে এই এলাকায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

আলোক শিল্পী কাবলুদার স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজ বজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলার বাসিন্দা প্রখ্যাত আলোক শিল্পী কাবলুদা (হেমন্ত সরদার) গত ২২ মে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে যাত্রাশিল্পী নাট্যকর্মী ও সাংস্কৃতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সারা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিভিন্ন যাত্রা, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানে তিনি আলোক শিল্পী হিসাবে কাজ করেছেন। গত ৯ জুন দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত বাওয়ালি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে কাবলুদার স্মরণে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ী। সঞ্চালনা করেন প্রখ্যাত যাত্রা পরিচালক ও শিল্পী প্রদীপ দাস। এছাড়াও ছিলেন সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের কর্ণধার স্বপনকুমার রায়, বাওয়ালি সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ তরুণ রায়, নাট্য পরিচালক শুভাশিস চক্রবর্তী, নাট্যব্যক্তিত্ব শুভাশিস খামারু, আলিপুর বার্তার সহ–সম্পাদক কুনাল মালিক, শিক্ষিকা রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জি, এছাড়াও বিভিন্ন ক্লাব ও যাত্রা সংগঠনের সম্পাদক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে কাবলুদার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কাবলুদার একমাত্র কন্যা বহ্নি বনু তার বাবার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। তিনি বলেন, এত মানুষ যে তার বাবাকে ভালবাসতেন তা দেখে তিনি আপ্লুত। শোকসভায় উপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠন স্থির করেন আগামী দিনে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে কাবলুদার স্মৃতিতে কোন স্মৃতি সম্মানের আয়োজন করবে। কম সময়ের মধ্যে কাবলুদার শোক সভা আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের অবশ্যই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

ভোট পরবর্তী হিংসায়

প্রথম পাতার পর

কর্মীদের পাশে থাকবো না এটা হয় না, তাই আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি ঘরছাড়াদের যাতে এখানে থাকতে কোন অসুবিধা না হয়। বিষয়টি উর্ধ্বতন নেতৃত্বকেও জানানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করেছি।

১০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলার বারুইপুর রোডে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের কার্যালয় মঞ্জুশ্রী ভিলায় ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘরছাড়া ৭৫ জন মানুষের সঙ্গে দেখা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কীভাবে শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপিকর্মী সমর্থকদের আক্রমণ করেছে এবং বাড়িঘর লুটপাট করেছে তার বিবরণ আক্রান্ত মানুষদের কাছ থেকে শোনেন এবং লিপিবদ্ধ করেন। তিনি এই সমস্ত আক্রান্ত মানুষদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দেন। তারপর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে একসময় শমীক লাহিড়ী, সোমেন মিত্র, অমল দত্তর মতো জনপ্রিয় মানুষরা অনেক লড়াই করে ৫০ থেকে ৬০ হাজার ভোটে জিতেছেন। তোলামূল ভাইপো কী এমন ধনুর্ধর প্রার্থী যে এখানে ৭ লক্ষ ১০ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতে গেল? আসলে এখানে কীভাবে ভোট হয়েছে কলকাতায় বসে তা মানুষ বুঝতে পারবে না। এখানে ভোটকেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আরো অনেক নথি আছে সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি ঠিক জায়গায় দেব। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ১৫ হাজার কর্মী আজ ঘরছাড়া। ১০০০ বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫০০ থেকে ৬০০ দোকানে তালা লাগানো হয়েছে। ক্যানিং থেকে শুরু করে ফলতা বিষ্ণুপুর সর্বত্র আক্রমণ করছে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। এ জিনিস চলতে পারে না। তিনি বলেন, দলীয় অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। তবে তিনি যদি পাঁচটা করবেন বলেন তার মধ্যে অন্তত দুটো করেছেন। বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার যা করার করেছি সাধ্যমত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করেছে স্থানীয় থানা। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় তাদের পাঠানো হয়নি। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেন, ‘এসবই তৃণমূলের নামে অপপ্রচার হচ্ছে। আসলে বিজেপির সংগঠন বলে কিছু নেই।’

পক্ষ কাল ব্যাপী দেবী জয়চন্ডী মায়ের রুপ পরিবর্তন উৎসব চলছে জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : জয়নগরের ধন্বন্তরী কালীমায়ের এক পক্ষকাল ব্যাপী রুপ পরিবর্তন ও মেলা শেষ হবার পরে জয়নগরের আরেক অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়চন্ডী মায়ের এক পক্ষ কাল ব্যাপী রুপ পরিবর্তন উৎসব শুরু হয়েছে গত শুক্রবার থেকে। এই দেবীর নাম অনুসারে এই জয়নগরের নামকরন হয়েছে।ইতিহাস থেকে জানা যায়, দেবী স্বপ্নাদেশে বলেন,আমি দেবী জয়চণ্ডী! এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুই আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠা কর,তোর মঙ্গল হবে। জয়নগরের প্রসিদ্ধ মতিলাল বংশের আদি পুরুষ গুনানন্দ মতিলাল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবী জয়চণ্ডী, যে নামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জয়নগর শহরের নাম। যশোর জেলার বিক্রমপুর থেকে সপরিবারে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করার উদ্দেশ্যে আদিগঙ্গা পথে গুনানন্দ মতিলাল যাত্রা শুরু করে ছিলেন। গুনানন্দ মতিলাল প্রখ্যাত মতিলাল বংশের আদি পুরুষ। আদি গঙ্গা পথে যখন সন্ধ্যাকালে গঙ্গার পশ্চিম কুলে নৌকা নোঙ্গর করেন, যে স্থানটি রাজার গঙ্গা (যা বর্তমানে মতিলাল গঙ্গা) নামে পরিচিত ছিল। সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ক্লান্ত হয়ে গুনানন্দের চোখ ঘুমে বুজে আসে। হঠাৎ তিনি দেখতে পান গভীর জঙ্গলের মধ্যে আলো– আঁধারিতে যেন এক অপরূপা সুন্দরী সুশ্রী বালিকা কলসী করে জল কাঁখে নিয়ে বনপথে চলেছে আপন ছন্দে। গুনানন্দ অধীর আগ্রহে নৌকা থেকে তড়িঘড়ি করে নেমে বনের মধ্যে অনুসরণ করতে লাগলেন কিন্তু ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলেন। স্বাভাবিক ভাবে মনের মধ্যে কৌতুহল নাড়াচাড়া দিচ্ছিল ক্রমাগত। মনে মনে প্রশ্ন হচ্ছিল ,তাহলে কি আমি কিছু ভুল দেখলাম ,নাকি আমার মনের ভুল ঘুম ভাঙ্গা চোখে। এই চিন্তা করতে করতেই ক্লান্ত শরীরে নিবিড় ঘুম নেমে এল তাঁর চোখে। গভীর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তিনি দেখলেন,সন্ধ্যায় যে সুশ্রী বালিকাটিকে গভীর জঙ্গলে চোখে দেখে ছিলেন, তিনি তাঁকে বলছেন– আমি দেবী জয়চণ্ডী! এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,তুই আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠা কর, তোর মঙ্গল হবে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি বকুল গাছের তলায় তাঁর মূলের নিচে প্রত্যাদেশ মতো খনন করতেই দেবী মায়ের পাষাণময়ী মূর্তি এবং একটি প্রস্তর খণ্ড ঐ বকুল গাছের কাঠ দিয়ে মা জয় চণ্ডীর দারুমুর্তিটি নির্মাণ করেন বলেই জনশ্রুতি, যা উচ্চতায় প্রায় চার ফুট। জাগ্রত মা জয়চণ্ডীকে প্রতিষ্ঠা করে কাছা কাছি স্থানে জঙ্গল সাফাই করে গুনানন্দ মতিলাল সপরিবারে বসবাস করতে শুরু করেন। মায়ের শান্ত অপরূপ মুর্তি আজও বিরাজ মান, যে রূপ দর্শণে মন ভরে যায় যেন এক জীবন্ত অন্নপূর্ণা। অন্য মত অনুসারে,গুনানন্দের জয়নগরে আসার শতাধিক বছর আগে তাঁরই পরিবারের পূর্ব পুরুষগন (নীলকণ্ঠ মতিলাল) জয়নগরে আসেন। এ সময় জয়নগর সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল। তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গভীর জঙ্গল ও অরন্যে পরিনত হয়। আদি জয়নগর এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে

পড়ে ১৫৮৫ সালে জল প্লাবনের ফলে জনমানব শূন্য ঘন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে পরিনত হয়, সেই সময়েও আদিগঙ্গার প্রবাহ বজায় ছিল। সুন্দরবনে সেই সময় জলোচ্ছ্বাস ও বন্যায় জয়নগরের আদি সভ্যতা লুপ্ত হয়ে যায় । এই জলোচ্ছ্বাসের কিছু আগে রাজা নীলকণ্ঠ মতিলাল পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে রনক্ষেত্রে দেহ রাখেন । বড় ভাই নীলকণ্ঠ মতিলালের মৃত্যুর পর ছোট ভাই ভবানীনাথ মতিলাল পর্তুগীজ জলদস্যু গঞ্জলোর কাছে জলযুদ্ধ ও রনপথ নির্মাণ শেখেন। পরে রায়নগরের রাজা বিভূতি শেখর ও তাঁর ছেলে রঙ্গিলা রায়ের নৌ সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৫৯৪ সালে সুন্দরবন জল প্লাবিত হলে রায়নগর প্রভৃতি স্থান জনশূন্য হয়ে যায়। ঐ সময় গুনানন্দের পূর্ব পুরুষগণ জয়চণ্ডীকে প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। তার ১০০ বছর পরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবন তথা জয়নগরে নৌকা যোগে আসার সময় স্বপ্নাদেশে মায়ের কৃপালাভ করে গভীর অরন্য মধ্য থেকে গুনানন্দ কুলদেবী মা জয়চণ্ডীকে উদ্ধার করেন এবং গুনানন্দের প্রতিষ্ঠিত দেবী জয়চণ্ডী তখন মাটির ঘরে ছিলেন। সেই সময় যশোর থেকে মায়ের সেবার কাজ করার জন্য পণ্ডিত পরিবারকে নিয়ে আসেন। বংশ পরম্পরায় আজও সেই পণ্ডিত পরিবার মায়ের সেবার কাজ করে যাচ্ছেন ।দেবী জয়চণ্ডীর মন্দিরকে পাকা মন্দির নির্মাণ করে দেন তৎকালীন কোলকাতার নামকরা তিমানী বংশীয় এক ব্যক্তি। পরবর্তী পর্যায়ে মন্দির সংস্কার, মন্দির সম্মুখস্থ চাঁদনী নির্মাণের কাজ প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় শুরু করেন এবং তারও বেশ কয়েক বছর বাদে অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় নিত্যহরি মতিলালের অর্থানুকল্যে স্বর্গীয় শ্যামাদাস ঘটকের তত্ত্বাবধানে কাজ শেষ হয় বলে জানা যায়। বর্তমানে মন্দিরের বহু সংস্কার হয়েছে। মন্দিরের চূড়া থেকে সমস্ত দালান, দেওয়াল পাথরে মুড়ে দিয়ে মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে আরও। শান্ত পরিবেশে মায়ের মন্দিরে বসে থাকতে ও মন কাড়বে ভক্তদের, মন্দির কর্তৃপক্ষ রীতিমত দক্ষতার সাথে পরিচালনার কাজ করছেন। মায়ের অপরূপ মুর্তির সাথে সম্পূর্ণ মন্দির পরিবেশ বাস্তবিকই মন টানে। মন্দিরের বর্তমান সেবায়তরা জানালেন, কোন সুদূর অতীতে এক পূন্য জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা তিথিতে প্রত্যাদেশ অনুসারে দেবীকে স্থাপন করা হয়। সেই থেকে প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এক পক্ষ কাল ব্যাপী প্রতি সন্ধ্যায় বিভিন্ন সাজে ও বিচিত্র ভাব –ভঙ্গিমায় মায়ের রূপ পরিবর্তন অনুষ্ঠান হয়। দেশ দেশান্তরের ভক্ত সন্তান সন্ততিগণ শক্তি রূপিনী মায়ের নিত্য নতুন রূপ স্বচক্ষে দর্শণ করে জীবন ধন্য ও সার্থক করেন । প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে দেবীর আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ।বহু মানুষের সমাগম ঘটে ।তবে আগে একপক্ষ কাল ধরে জমজমাট মেলা বসতো মন্দির চত্বরে। বর্তমানে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে রূপ পরিবর্তন হয়। যা বহু দূর দূরান্তে মানুষ দেখতে আসলে এখন আর কোনো মেলা বসে না এখানে। হাতে গোনা ২–৪টি দোকান ছাড়া আর কোনো দোকানপাট বসে না এখানে। আর এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সদস্য মলয় চক্রবর্তী বলেন, জয়নগরের নামকরণ যে দেবীর নামে সেই দেবীর রুপ পরিবর্তনে আরও মানুষ আসুক আমরা চাই সেটা। আমরা এখানে মেলায় দোকান দেবার জন্য কোনো মূল্য নিই না। তাই চাইব এই মেলায় আর ও অনেক দোকানদার আসুক।আরো অনেক মানুষ আসুক। এবং জমজমাটি মেলা হোক আগের মতন।

মহানগরে

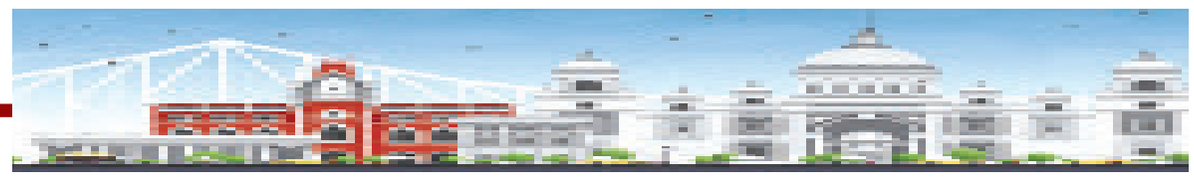

বেহালার ভোটের ফলে নীরব পার্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কোনও মন্তব্য করলেন না এ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ২০০১(রাজ্যে ত্রয়োদশ বিধানসভা) থেকে দীর্ঘ ২৪ বছর যাবৎ বেহালা পশ্চিম বিধানসভার বর্তমান বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ১০ জুন সোমবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল। এদিন আলিপুর সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে পেশ করা হয়। আদালতে ঢোকার সময় লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সাংবাদিকরা একের পর এক প্রশ্ন করেন। তিনি সব প্রশ্ন শোনেন কিন্তু তিনি কোনও মন্তব্য করলেন না। চুপচাপ আদালতে ঢুকে যান। জামিনের জন্য আগেই রাজ্যের উচ্চ আদালতে আবেদন করা হয়েছে। তাই এদিন তাঁর আইনজীবী আদালতে কোনও সওয়াল জবাব করেননি।

এদিকে, বেহালা পশ্চিম বিধানসভা(১৫৪) কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ প্রায় দু"বছর জেলে থাকা সত্ত্বেও এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মালা রায় ১৫,১৯৬ ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি"র দেবশ্রী চৌধুরীকে পরাজিত করেন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মালা রায় পেয়েছেন ৯৬,২০৯(মোট প্রদত্ত ভোটের ৭.৭৩ শতাংশ) ভোট আর বিজেপি দলের প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী পেয়েছেন ৮১,০১৩(মোট প্রদত্ত ভোটের ৬.৫১শতাংশ) ভোট।

কাউন্সিলর ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুরো নিগমে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরাদ হাকিম। এদিন তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের সঙ্গে ও আধিকারিক সঙ্গে বৈঠক করেন। মন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শিলিগুড়িতে প্রচুর কাজ শিলিগুড়ি পুরো নিগমে হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের দিকে যতটা সম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। উক্ত বৈঠকে শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিলিগুড়ি পুর নিগমের পুর কমিশনার মন্ত্রীকে জানান, বিভিন্ন কাজের জন্য অর্থের দরকার। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের জনগণের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে, এই বিষয়ে বার্তা দেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মন্ত্রী জানান, শিলিগুড়ি অনেক উন্নত শহর হয়েছে, আগামী দিনে শহর শিলিগুড়িকে একটি মডার্ন সিটি হিসেবে তৈরি করা হবে। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলররা ও আধিকারিকরা।

কলকাতায় হুক্কাবার আইন সঙ্গত

নিজস্ব প্রতিনিধি : যেহেতু হুক্কাবার বন্ধ করা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নির্দিষ্ট কোনও আইন নেই। তা-ই কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকা ও পাশের বিধাননগর পৌরসংস্থা এলাকা থেকে কোনও হক্কাবার বন্ধ করা যাচ্ছে না। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মেনে এ রাজ্যে হুক্কাবার চলতে পারে বলে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা ও বিধাননগর পৌরসংস্থা এলাকা থেকে সমস্ত হুক্কাবার বন্ধ করার কথা পৌর প্রশাসন থেকে ঘোষণা করা হয়। প্রথমে দুই পৌরসংস্থার তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়। পরে পুলিশও হুক্কাবার করতে নির্দেশিকা জারি করে। আর সেই দুই নির্দেশিকাকে সাধুবাদ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের কাছে যায় 'ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া নামে রেস্তরাঁ সংগঠন।

আদালতের বক্তব্য, হুক্কাবার বন্ধ করা নিয়ে যেহেতু এ রাজ্যের নির্দিষ্ট কোনও আইন নেই। সেহেতু কলকাতা ও বিধাননগর পৌরসংস্থা এলাকা থেকে কোনও হুকবার বন্ধ করা যাবে না। ২০০৩ সালের 'সেন্ট্রাল টোব্যাকো আইন মেনে কলকাতা ও বিধাননগর পৌরসংস্থা এলাকায় হুক্কা বার চালানো হয়, তা-ই তা বন্ধ করা যাবে না। তা-ই এখন রাজ্য প্রশাসনের কাজ হচ্ছে, কলকাতা ও বিধাননগর পৌরসংস্থা এলাকা ও এ রাজ্য থেকে সমস্ত হক্কা তুলে দিতে রাজ্যের আইনসভা বিধানসভায় এ সংক্রান্ত এক আইন পাস করিয়ে, রাজ্যপালকে দিয়ে সহিসাবুদ করিয়ে এ রাজ্য সেই আইন কার্যকর করা। যাতে এ রাজ্য থেকে সমস্ত হুক্কাবার তুলে দেওয়া যায়।

রাজভবনের সামনে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ঠিক ছিল ভোট সন্ত্রাসে ঘর ছাড়াদের নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবেন বিরোধী দলনেতা। দাবি জানাবেন ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার। দেখা করার অনুমতিও দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু দেখা হল না। বাদ সাধলো কলকাতা পুলিশ বাহিনী। ১৪৪ ধারা জারির অজুহাতে বিরোধী দলনেতা সহ ঘরছাড়ারা নিজেদের নিরাপত্তার দাবি জানাতে পারলেন না রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কাছে।

বেশ কিছুদিন ধরে রাজভবন হয়েছে জনরাজভবন। রাজ্যপালের অবারিত দ্বার। রাজনৈতিক নেতা থেকে বুদ্ধিজীবী সাধারণ মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে পৌঁছে যেতে পারেন আজকের রাজভবনে। রাজ্যপাল নিজেও ছুটে বেড়ান উপদ্রুত এলাকায়। কিন্তু কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজ্যে এভাবে রাজ্যপালের যাওয়া আটকানো যায় কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

আসলে রাজ্যে এখন প্রজাতন্ত্র নয় চলছে রাজনৈতিক শাসকতন্ত্র, অভিযোগ ঘরছাড়াদের।

মাছে ফরমালিন
নমুনা সংগ্রহ করল কলকাতা পৌরসংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাছ বিক্রেতারা মাছের দ্রুত পচন ঠেকাতে ক্ষতিকর রাসায়নিকে চুবিয়ে মাছ বিক্রি করছেন। অভিযোগ আগেই কলকাতা পৌরসংস্থায় আসে। সেই মতো অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উত্তর কলকাতার মানিকতলা থেকে দক্ষিণ কলকাতার কালিকাপুর এলাকার মাছ বাজার থেকে ৫৬ রকম মাছের নমুনা সংগ্রহ করল কলকাতা পৌরসংস্থা। দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষতিকর রাসায়নিক দিয়ে মাছ টাটকা রাখার অভিযোগ আসছিল। তা সত্যি কী না যাচাই করতে ১১ জুন কলকাতা শহরের একাধিক বাজার থেকে মাছের নমুনা সংগ্রহ করল কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক অতীন ঘোষের দায়িত্ব থাকা খাদ্য নিরাপত্তা দফতর। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার মানিকতলা বাজার থেকে ১৮ টি নমুনা, পাতিপুকুর মাছ বাজার থেকেও ১৮ টি নমুনা, নিউমার্কেট থেকেও ১৮ টি নমুনা এবং কালিকাপুর বাজার থেকে ১৫ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। কী কী মাছের নমুনা সংগ্রহ করা হল? মূলত পাঙ্গাস(এই মাছটা বাজারে এখন খুব বিক্রি হচ্ছে), বড়ো চিংড়ি, বড়ো রুই-কাতলা, ক্যালকাটা ভেটকি এই পাঁচ মাছের নমুনা আপাতত সংগ্রহ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে যদি কোনও মাছের নমুনায় ফরমালিন পাওয়া যায়, তবে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে ওই মাছ ব্যবসায়ীকে নোটিশ দেওয়া হবে। যে মাছ অনেকদিন ধরে রেখে সময় মতো বিক্রি করা হয়, কিংবা বাইরে থেকে আসে, তেমন চালানি মাছে ফরমালিনের ব্যবহারের অভিযোগ বহুদিনের। এখন এই ফরমালিন জিনিসটা কী? মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর 'ফরমালিন নামক এই রাসায়নিক মাছের গায়ে লাগালে মাছ অনেকদিন ধরে টাটকা থাকে। মাছে সহজে পচন দেখা যায় না। আর ক্রেতারাও মাছ কেনার সময় বুঝতে পারেন না, মাছে রাসায়নিক মেশানো কী না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে ফরমালিন শরীরে প্রবেশ করলে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহলে ফরমালিন যুক্ত মাছ চিনবো কী করে? উত্তর : ফরমালিন যুক্ত মাছ চেনা যায় কানকো দেখে। ফরমালিনযুক্ত মাছের দেহ শুকনো হয়। কানকো হয় কালচে রঙের। অন্যদিকে, ফরমালিনহীন মাছের কানকো হয় টকটকে লাল।

মানিকতলা বিধানসভার উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি উত্তর কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা(১৬৭) কেন্দ্রের ন"বারের বিধায়ক সাধন পান্ডের প্রয়াণের পর থেকে দীর্ঘ ২৮ মাস মানিকতলা বিধানসভা ক্ষেত্রের আড়াই লক্ষের অধিক বাসিন্দা বিধায়কহীন। কলকাতা পৌরসংস্থা পৌর কর্তৃপক্ষের তরফে বারংবার জানানো হয় কলকাতা পৌর এলাকার যেসব এলাকা বিধায়কহীন বা বিধায়ক কোনও কারণবশত দীর্ঘদিন যাবৎ জেলে রয়েছেন, সেসব এলাকার পৌরপ্রতিনিধিরা বিধায়কের কাজের যতটা সম্ভব তারা তা করে দেবে। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে সেসব এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাই একমাত্র জানে যে একটা এলাকা দীর্ঘদিন যাবৎ বিধায়কহীন থাকার জ্বালা কোথায়? বিধায়কের প্রয়োজনীয়তা কী তারা তখন বোঝে। বিধায়কের স্বাক্ষর বা বিধায়কের থেকে দেওয়া শংসাপত্রের প্রয়োজনে পাশের বিধানসভা ক্ষেত্রের বিধায়কের কাছে গেলে তিনি তো তা করে দিতে চান না। না করে দেওয়ার পরিকল্পনায় নানান প্রশ্ন করেন। কারণ ওনার ক্ষেত্রের বাসিন্দা না হওয়ায় তিনি নানান সমস্যার কথা জানান।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পুরোদস্তর

নিজনিজ ক্ষেত্রে কাজ করলে, সে এলাকার বাসিন্দাদেরও সুবিধা হয়। অন্যের কাছে গিয়ে ফেরৎ আসতে হয় না। যা হোক দীর্ঘ ২৮ মাস পর আগামী ১০ জুলাই মানিকতলাবাসী সে জ্বালা থেকে মুক্তি পাবে। ফলাফল ঘোষণা হবে ১৩ জুলাই শনিবার। আর বেহালা পশ্চিমবাসী আনুমানিক ৪,২৭,৫০১ জন বাসিন্দার ২০২৬ – এর এপ্রিলের আগে এ জ্বালা মুক্তি নেই। বিধায়কের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বেহালা পশ্চিমবাসীরা।

২০২১ – এ সপ্তদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাধন পান্ডে ২০,২৩৮ ভোটের ব্যবধানে নিকটতম বিজেপি দলের প্রার্থী ফুটবলার কল্যাণ চৌবেকে পরাজিত করেন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাধন পান্ডে মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০.৮২ শতাংশ এবং বিজেপি প্রার্থী মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৫.৬০ শতাংশ আর বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি রূপা বাগচী পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১০.১৬ শতাংশ।

আর এবার অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নম্বর ১১ থেকে ১৬, ৩১ ও ৩২ মোট এই আটটি ওয়ার্ড নিয়ে গড়ে ওঠা মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্য ভোট ৬৬,৯৬৪ এবং বিজেপি দলের প্রাপ্ত ভোট ৬৩,৩৮৯। তৃণমূল কংগ্রেস ৩,৫৭৫ ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত করেন। যদিও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের পৌরপ্রতিনিধি স্বপন কুমার দাস ও ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের পৌরপ্রতিনিধি পরেশ পালের ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করে।যদিও পূর্বেও লক্ষ্য করা গেছে যে কোনও উপনির্বাচনে শাসকদলেরই আধিপত্য বেশি থাকে।

বার্তা

জীবনদান: জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে পারাপার। নিউআলিপুর স্টেশনে।
ছবি : অরুণ লোধ

পরিষেবাহীন : চিকিৎসা ভালো হলেও, নেই পর্যাপ্ত ওয়ার্ড এটেনডেন্স ও সেবিকা, চিকিৎসা করাতে হলে, রোগীর সাথে থাকতে হচ্ছে নিজের লোককে, চরছে বিড়াল, জোকা ইএসআইয়ের ছবি।
ছবি : অভিজিৎ কর

আরো কিছু : আলিপুর বার্তা ও নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিবেকানন্দ কলেজ ফর ওমেন্সের ছাত্রীদের নিয়ে চেতলার হিন্দ সঙ্ঘে চলছে ইন্টার্নশিপ প্রেগ্রাম

জীবনের পাতা : জীবনের কাছে হার না মেনে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বহুদিন ধরে চলন্ত ট্রেনের কামরায় পেপার বিক্রি করে দিন যাপন করে যাচ্ছেন, বর্ধমানের বাসিন্দা, পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী।

জানা-অজানা সফরে

ঘুরে আসুন বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ কঙ্কালীতলা

মলয় সুর

সুদূর অতীত থেকেই রাঙামাটির দেশ বীরভূমতন্ত্র সাধনারক্ষেত্র রূপে এবং মাতৃতীর্থ রূপ স্বীকৃত। ৫১টি সতীপীঠের মধ্যে ৫টি সতীপীঠই রয়েছে বীরভূমে। যেমন বক্রেশ্বর, অট্টহাস, নন্দীপুর, নলহাটি এবং কঙ্কালীতলা। ৫১ পীঠের অন্যতম কঙ্কালীতলায় সতীদেবীর কাঁকাল বা কোমরের অংশ পতিত হয়েছিল। ফলে এই স্থান বা পীঠের নাম হয়েছে কঙ্কালীতলা। দেবীর ওই দেহাংশ একটি কুণ্ড বা পুষ্করিণীতে পতিত হয়েছিল। ওই দেহাংশ তাই সবসময় সকলের দর্শনযোগ্য নয়। কেবলমাত্র বাৎসরিক পূজার দিন, তাও প্রতি বছর নয়, একমাত্র দেবীর স্বপ্নাদেশ হলে তবেই সে বছর ওই কুণ্ড থেকে দেবীর দেহাংশ উত্তোলন করা হয়ে থাকে এবং ভক্তগণ দর্শন লাভে ধন্য হয়ে থাকেন।

অন্যথায় দেবতা পটে কালীরূপে পূজিত হচ্ছেন। বীরভূমের ভূপিত্র কথা সাহিত্যিক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্যে কঙ্কালীতলার উল্লেখ করেছেন, কঙ্কালীপীঠ হচ্ছে সিদ্ধপীঠ। কঙ্কালীকে বলা হয়েছে বিশীর্ণ চামুণ্ডামূর্তি। এখানে নিত্যপূজা হয় দেবীর। তাছাড়া শনি, মঙ্গলবার এবং অমাবস্যাসহ বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ পূজা হয়। এদিন গুলিতে ভক্ত সমাগমও বেশি হয়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন প্রায় মন্দির সংলগ্ন কুণ্ডের জল ছেঁচে জল কাদার মধ্য থেকে ব্রাহ্মণ গণদেবীর দেহাংশ তুলে আনেন। দেবীর স্বপ্নাদেস ঘটলে তবেই এই কাজ সম্ভব। বোলপুর স্টেশন স্টেশন থেকে ৯ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব কোণে প্রাচীন সুরুল-শুনুটিয়া সড়কের পাশেই এই মাতৃতীর্থ কঙ্কালীতলা। মন্দিরটি খুবই সাধারণ। মন্দিরের তলায় পঞ্চমুন্ডির আসন আছে। কাছেই শ্মশান। কোপাই নদী যেখানে উত্তরবাহিনী হয়েছে সেখানেই শ্মশান। আর পঞ্চবটী সংলগ্ন স্থানে রয়েছে বহু সাধক সাধিকার সমাধিক্ষেত্র।

চৈত্র সংক্রান্তি দিনের পুজোয় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। বলিও হয় অসংখ্য। দেবীর পুজোর উপাচার কিন্তু সামান্যই। ফুল, চাঁদমালা, কাগজের নৌকা প্রভৃতি। এছাড়া সিঁদুর, নোয়া, শাঁখা ও উৎসর্গ করা হয় দেবীর নামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চৈত্র সংক্রান্তির দিন কঙ্কালীলার শ্মশানে অন্তত একটি মৃতদেহ সৎকারের জন্য আসেই। প্রায় তিনদশক আগেও দেবীপূজার এই বিশেষ দিনটিতে সাঁওতালরা কুণ্ডের উত্তর দিকের জঙ্গলে শূকর বলি দিত। অর্থাৎ এই দেবী আদিবাসী সাঁওতালদেরও আরাধ্যা। মেলায় সাধারণ পূজার্থী ও দর্শকগণের সঙ্গে বাহু শক্তি, তান্ত্রিক, সাধু সন্ন্যাসীও আসেন। বৈষ্ণবের সংখ্যা দাঁড়ায় ভালোই। হরিনাম সংকীর্তন হয়। এমন বৈচিত্র নিয়ে কঙ্কালীতলার পূজা প্রাঙ্গন হয়ে ওঠে এক মহামিলনের ক্ষেত্র।

মাঙ্গলিকী

পি ডব্লু ডি মোড়ে বৃক্ষরোপণ

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও দার্জিলিং জেলা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবেশ রক্ষার্থে ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করতে এবারকার পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জুন মাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগানো এবং তা পরিচর্যা করে বড় করবার দায়িত্ব নিয়েছেন বিভিন্ন এলাকার পার্টি সদস্য এবং কর্মীরা। নকশালবাড়ি পানিট্যাঙ্কি এলাকায় এবং খড়িবাড়ির পি ডব্লিউ ডি মোড়ে এ ধরনের গাছ লাগানো এবং পরিচর্যা করার কর্মসূচি পালন করা। সিপিআই নেতা–বিধুভূষণ বর্মন বলেন, 'এ অঞ্চলে বড় বড় বিল্ডিং– তৈরি হলেও গাছ লাগানো এবং তা পরিচর্যা করার কথা আজ পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তেমনভাবে কেউ ভাবেননি। তাই সিপিআই পার্টির পক্ষ থেকে আমরা কেবল গাছ লাগিয়ে ক্ষান্ত নয়, আমরা তার পরিচর্যা করে পরিবেশের পক্ষে যাতে ভারসাম্য আনা যায় তার জন্য যথাযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। একইভাবে খড়িবাড়ির পিডব্লিউডি মোড় এলাকায় এ ধরনের গাছ লাগানো কর্মসূচি পালিত হয়। সেখানে পার্টির নেতা প্রশান্ত দাস সহ আরো অনেকে এই গাছ লাগানোর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন । সিপিআই এর দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে পার্থ মৈত্র,জীবেশ বাগচী,বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ হাজির হয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। এই কর্মসূচি গোটা জেলার বিভিন্ন এলাকায় আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে।

রবীন্দ্র বাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ স্মরণে গড়িয়া লাইট হাউস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল হরিনাভী প্রগতি সংঘ ভবনে। আবৃত্তি পরিবেশন করেন মোনালিসা, আদ্রিজা ব্রহ্মচারী, পারবিনা, সানিয়া সর্দার, সুপ্রতিমক ভট্টাচার্য, প্রিয়াংশু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অনির্বাণ মুখার্জী, টিনা ভগৎ, সুব্রত ব্যানার্জী। নৃত্য পরিবেশন করেন দিশা ব্যানার্জী গ্রুপ, শ্রাবণী হালদার গ্রুপ, সুপর্ণা সোমী গ্রুপ, সঞ্চিতা দেব, সম্প্রীতি নস্কর। সভাপতিত্ব করেন সাজসেবী মানিক ঘোষ।

বজবজ স্ফুলিঙ্গের রক্তদান শিবির

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : বজবজ স্ফুলিঙ্গ ও বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীর যৌথ উদ্যোগে গত ৯ জুন, ২০২৪, রবিবার বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীতে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। উক্ত রক্তদান শিবিরে ২০ জন মহিলা সহ ৮৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বজবজের মাননীয় বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পৌরসভার পৌরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। '' অ্যাসোশিয়েশন অফ ভলন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স'' এর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রবীর রায়ের তত্ত্বাবধানে রক্তদান শিবির পরিচালিত হয়। সংগঠনের সম্পাদক দেবাশীষ সতপতি বলেন, প্রচন্ড গ্রীষ্মের দাবদাহে পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতাল গুলিতে রক্তের এক বিরাট সংকট দেখা দেয়। ঠিক এই সময়ে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনার জন্যই ও মুমূর্ষু মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও সংস্থার ৫০ তম বর্ষ পূর্তিতে ৪০ তম স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে 'বজবজ স্ফুলিঙ্গ'। তিনি আরো বলেন, রক্ত কোন কারখানায় উৎপাদন করা যায় না, অন্য কোন প্রাণীর দেহ থেকে মানুষের দেহে স্থানান্তরিত করা যায় না। তাই মানুষের প্রয়োজনে মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে রক্তদানের জন্য। সামান্য উপহারের বিনিময়ে নয়, আমাদের জীবনের অমূল্য দান হিসেবে এটাকে গ্রহন করতে হবে। সর্বোপরি, এই মহৎ কাজে যুক্ত সকলকে তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনে রবিবাসর

শ্রেয়সী ঘোষ : রবিবাসর প্রায় শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে। ৯ জুন রবিবার সন্ধ্যায় ট্রাঙ্গুলার পার্কে অবস্থিত শরৎ সদনে রবিবাসর উদযাপন করল রবীন্দ্র জন্মোৎসব। এটি ছিল রবিবাসরের ৯৫ বছরের তৃতীয় অধিবেশন ।ড. মমতা রায়, ডা: শিবাজী চৌধুরীর আহবানে এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করলেন বর্ষীয়ান সভ্য ড. জগদিন্দ্র মন্ডল। বার্ষিক রবিবাসর'এর ৫৫ সংখ্যাটির উদ্বোধন ঘটল মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট জনদের হাত দিয়ে। প্রধান বক্তা ছিলেন আলপনা সেনগুপ্ত। সভ্য সভ্যারা কথায়, গানে, বক্তব্যে অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তুললেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন মীনাক্ষী সিংহ, জগদিন্দ্র মন্ডল, মমতা রায়, শিবাজী চৌধুরী, পল্লব মিত্র, দিব্যেন্দু রায়, বিপ্রদাস ভট্টাচার্য, আলোক ভট্টাচার্য, পারমিতা রায়, শেলী ভট্টাচার্য, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, কোহিনুর কুমার, অপর্ণা বিশ্বাস, সুস্মিতা দাস, কৃষ্ণপদ দাস ও শঙ্কর ঘোষ। এই দিনের সন্ধ্যার এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠলো সংস্থার সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্চালনার গুনে।

১২ বছর ধরে ট্রেনে গান গাইছেন দৃষ্টিহীন শিশির

মলয় সুর, হুগলি : ট্রেনের কামরাই মঞ্চ, বাদ্যযন্ত্র বলতে দোতারা। শ্রোতাদের দক্ষিণা ১ টাকা, ২ টাকা বা কদাচিত ৫ টাকা। তাতেই খুশি পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা জীওধারা তালতলী গ্রামের জন্মান্ধ শিশির দাস। প্রায় ১২বছর ধরে লোকাল ট্রেনেই গান গেয়ে দিন কাটছে তার।। ছোটোবেলায় বাউল এবং লোকগীতের তালিম নেন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে তাঁর সঙ্গীতচর্চার শুরু মহম্মদ আদম আলি মণ্ডলের কাছে। সেই অভ্যেসই এখন তাঁর জীবিকা। তাদের আদি বাড়ি হাওড়া জেলার বালিতে, সেখানেই বাবা ও মা থাকেন। কোনও কাজ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন দোতারা নিয়ে উঠে পড়লেন ট্রেনে, গান ধরলেন গলা ছেড়ে। তারপর এক ট্রেন থেকে অন্য ট্রেনে গান গেয়ে বেড়ানোই তাঁর রোজগারের একমাত্র রাস্তা। কী গান করেন? শিশিরবাবু বলেন, বেশিরভাগ বাংলার মাটির গান, অনেক সময় ভূপেন হাজারিকার গানও গাই। ট্রেনের যাত্রীরা যা শুনতে চান, তাই শোনাই। গান গুলি আয়ত্ত করেন ক্যাসেট শুনে। সেই ছোটো বেলায় গুরু কাছে যে তালিম পেয়েছিলেন, তারপরে বাঁধা গতে কারও কাছে কখনও গান শেখেননি। যা শিখেছেন সবই শুনে শুনে। তাঁর দিন শুরু হয় সকালে কাটোয়া লোকাল দিয়ে। আবার দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বিকেল থেকে রাত্রি। রোজগার গড়ে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। স্ত্রী প্রতিমা দাস, দুই মেয়ে এক ছেলেকে নিয়ে তার সংসার। তবে করোনার অতিমারির সময় সংসার চালাতে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সরকারি কোনও ভাতা পান না শিল্পী শিশিরবাবু। ট্রেনের এই গায়ক আমন্ত্রণ পান বিভিন্ন গানের আনুষ্ঠানেও।

ভালোবাসার গল্প নিয়ে আসছে শ্রুতিমধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারে সম্পর্কের গল্প নিয়ে আসছে নবাগত পরিচালক আর চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশ্যে এল সেই ছোটো ছবির ফার্স্ট লুক। ছবির নাম শ্রুতিমধুর। ছবির মুখ্য অভিনয় করছেন জনপ্রিয় ইউটিউবার উন্মেষ গাঙ্গুলি। অপরদিকে, অভিনয় করছেন অভিনেত্রী অপলা চৌধুরী। ছবির আরো মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন দীভাঙ্গী ও অপ্রতীম চট্টোপাধ্যায়।

ছবিটির প্রযোজনা করেছেন পরিচালক, প্রযোজক সপ্তাশ্ব বসু নিও স্টুডিওয়ের ব্যানারে। সম্প্রতি হয়ে গেল শ্রুতিমধুর ছবির স্পেশাল স্ক্রিনিং। উপস্থিত ছিলেন টলিউডের একাধিক নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রী।

শ্রুতি মধুর একটি ৭ বছরের বিবাহিত দম্পতি অর্ণব এবং শ্রুতির গল্প বলে, যথাক্রমে উনমেশ এবং অপালা অভিনয় করেছেন। একটি ২ বছর বয়সি কন্যার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে তাদের একটি সুখী পরিবার বলে মনে হয়, কিন্তু অতীতের একটি কল যখন শ্রুতির ফোনে পৌঁছায়, তখন তাদের ছোট্ট সুখী পৃথিবীটি উল্টে যায় এবং তারা একটি দ্বিধাগ্রস্ততার মুখোমুখি হয়। প্রতিশ্রুতি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরিবারের থিমগুলি এই মিউজিক্যাল শর্টে অন্বেষণ করা হয়েছে। ছবিটির শ্যুটিং হয়েছে কলকাতা শহরে। ছবির মিউজিকের দ্বায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী ঈশান মিত্র ও ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অর্ণব ভৌমিক। খুব তাড়াতাড়ি নামী ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে শর্টফিল্ম শ্রুতিমধুর। পরিচালক আর চট্টোপাধ্যায় জানান, 'এই ছবিটি তিনটি মানুষের জীবনের কাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছে। প্রতিটি মানুষের জীবনের ভালোবাসা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে।

পরিচালক প্রযোজক সপ্তাশ্ব বসু জানান, নিও স্টুডিওস থেকে নবাগত পরিচালক, অভিনেতাদের লঞ্চ করাটা খুব ভালো লাগছে নিজেকে। খুব ভালো একটা গল্প এই শ্রুতিমধুর। প্রতিটি চরিত্রে প্রত্যেকটা অভিনেতা অভিনেত্রী ভালো পারফর্ম করেছে। আশাকরি দর্শকদের ভালো।

আনন্দময়ী মাতার আশ্রমে মহোৎসব

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : কুলতলি থানার জয়গোপালপুর গ্রামের দিঘির পাড় আনন্দময়ী মাতার আশ্রমে বিখ্যাত ফলহারিনী কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামের ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গে নিয়ে গুরুদেব শশাঙ্ক শেখর ব্রহ্মচারী আনন্দময়ী মাতার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।এই আশ্রমে উপাস্য বিগ্রহ ফলহারিনী কালী পূজা উপলক্ষে পালন করা হয় বিরাট মহোৎসব। বর্তমানে তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য অমিয় ব্রম্ভচারী মায়ের আশ্রমকে অতি সুন্দর ভাবে গড়ে তোলেন। জৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় প্রতি বছর দুই তিন দিন ব্যাপী মহোৎসবের আয়োজন করে। আশ্রমের শিষ্য ও ভক্তরা এই দিনের জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি,দুই ২৪ পরগনার কয়েক হাজার পূনার্থীর সমাগম হয়। আশ্রমের পূজাপাঠ, ভক্তি মূলক গানের অনুষ্ঠান, বাজী পোড়ানো, যাত্রাপালা ইত্যাদি মনোরঞ্জনের ছাড়াও নিত্য দরিদ্র নারায়ণ সেবার আতিথ্য গ্রহন করে ভক্তরা।

অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৬ মে রবিবার, বরানগরের নোয়াপাড়া এলাকায় একটি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন হয়ে গেল 'উদ্যমি বাংলা' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে, এই মানবিক কাজে অ্যাম্বুলেন্সটি দান করেছেন রঙ্গলি শাড়ি লিমিটেড। এই উপলক্ষে এখানে এসআরএএমবি এর সযোগিতায় একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনায় অগ্রহায়ন কমপ্লেক্স। এখানে ১৫০ জন মানুষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য, চক্ষু, হৃদরোগ, দন্ত চিকিৎসা এবং রক্ত পরীক্ষার সুবিধা নিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে ৫৪ জন মানুষকে চশমা, ২৫ জন মহিলাকে শাড়ি এবং ৩৫ টি চারা গাছ বিতরণ করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি এবং রঙ্গলি শাড়ির কর্ণধার নিখিল জৈন, রিষড়া প্রেম মন্দিরের মহারাজ স্বামী নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড: গৌতম পাল এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রীতম সরকার। এই শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে সহযোগিতা করে আনন্দলোক হাসপাতাল এবং নারায়না হেলথ।

কবিতা

তাল ফেরতা
অভিজিৎ সরকার

তাল দিতে দিতে তাল কেটে যায়
জীবন জুড়ে এ ছন্দ,
তেল মাথায় তাল পাওয়া নাকি
অনেক কালের দন্দ ।
তাল পড়ে থাকা পুকুর পাড়ে,
যেই না তালের গন্ধ
তালের বড়া তালের পিঠে
রসালো স্বাদ ধন্দ ॥
জীবন বড় রহস্যময়,
আলো–ছায়া–মেঘ–আবডাল
হারিয়ে যাওয়া মনের ফাঁকে
হাজার কথা দিনকাল ।
তাল তাল সেই স্বপ্ন ঘেরা
ব্যস্ত সুরের মায়াজাল
ছোবড়া তালের হলুদ রসে
মন মাতোয়ারা বোলতান ।
ভরা শাওনের মধ্যে তালের
মাথা উঁচু করা অবকাশ,
ভাদোর বাঁশী শিশির ভেজা
জিভে জল আর তাল–শাঁস,
ধিন–তানা–নানা ধিধিনা তিতিনা;
তাল ফেরতার গুঞ্জন
কালো রঙা সারি, সবুজ পাতা
দিগন্তে মনোরঞ্জন ।

(অরবিন্দ নগর, চিত্তরঞ্জন)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ড. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

বাঁই বাঁই ছোটে সাইকেল
'স' কেটে 'ম' দিলে মাইকেল
অমিত্রাক্ষর তাঁর রাইফেল
সমাজের বুকে আনে বিপ্লব
চারদিকে ওঠে গেল গেল রব
সেই লেখা বাংলার বৈভব ।
নিজে পুড়ে আলো দিয়ে গেলে তাই
যুর যুগ টিঁকে রবে সে লেখাই
শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে মাথাটাই
গীতা ছেড়ে হাতে তাঁর বাইবেল
গদ্যছন্দের ভগীরথ মাইকেল
অমিত্রাক্ষর তাঁর রাইফেল ।

(সুভাষ পল্লী, সিউড়ী, বীরভূম)

অগ্নি পুরুষ
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

মাঘের হিমানী আবেশে
ভোরের মুয়াশা ভেঙে
ফিরেছে অগ্নিপুরুষ
শূন্য আসন পূর্ণ করতে ।
ঘরে ঘরে বাজে শঙ্খধ্বনী
রাজপথে ওঠে অনৃতবাণী
হৃদয়ে ছিল, দু–চোখে সূর্যতৃষা
(আজ) লেখা হোক নতুন ইতিহাস ।

(রামপুরহাট, বীরভূম)

বাউল
বাসন্তী দাস

কণ্ঠী মালা গলায় পরে একতারাটি হাতে
পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় গানের ডালি নিয়ে ।
গ্রামের পরে গ্রামে ঘুরে গান গেয়ে যায় শুধু
তার বদলে যে টুকু পায় সংসার চলে ধু ধু
সময়ের সাথে বদলেছে দিন গাইছে বাউল মঞ্চে
দেশ বিদেশে নাম কিনছে আপন সাজ–পোষাকে।
বাউলরা আর নয়তো গরীব, গানের ভেলা ভাসিয়ে
তাদের সংসার ভরে উঠেছে দেশে বিদেশে গেয়ে।
এ দেশের পল্লীগীতির রেখেছে তারা মান
দেশের করেছে মুখ উজ্জ্বল, এনেছে সম্মান ॥

(সারদা পার্ক, গড়িয়া, কলকাতা)

চেনা অচেনা
অরবিন্দ দাস

সবাই চেনায় যে যার ডাকে পরিচয়ের প্রমাণ রাখে
পশুপক্ষী যে যারে চেনায়
গুরুগম্ভীর ঘেউ ধ্বনি কুকুর প্রভুর মনের মণি
পাহারাদার মনিবে জাগায়
মিও মিও বিড়াল ডাকে গৃহীজনে তুষ্ট রাখে
গৃহশত্রু ইঁদুর নিধনে
বসন্তে পাই নূতন প্রাণ কুহু ধ্বনি মধুর তান
বনের পাখী থাকে প্রাণে মনে
ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙোর ব্যাঙের ডাকে বর্ষা ভেজায় এই ধরাকে
চাষী মাতে চাষের আশ্বাসে
নরের ভাষা বুঝতে নারি, স্বার্থে করে ওজন ভারী
দায় রাখে না, চিনি কী বিশ্বাসে !

(শীতলাতলা, উস্থি, দঃ ২৪ পরগণা)

কলমের কালি কি শুকিয়ে গেছে
অশোকানন্দ

ঘুণ ধরা সমাজে আমরা জেগে ঘুমোচ্ছি
কলমের কালি কী শুকিয়ে গেছে ?
কলমে ধার দিতে পারছি কই !
স্বাধীনতা আজ কুক্ষিগত শৃঙ্খলে আবদ্ধ,
ব্যাভিচার আর অত্যাচারের কবলে পড়ে
আমরা আজ নুব্জমান ।
সেই সমাজে মুক্ত মনের বাতাস বইবে কি করে?
নতুন সুন্দর সভ্যতা দুঃস্বপ্ন,
প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়া অকল্পনীয়
সাহিত্যিক কলমের সার্থকতা সেখানেই
যদি এক ফোঁটা চোখের জলে দূর হতো
বর্বরতা – অমানবিকতা ॥

(হালতু, কলকাতা–৭৮)

রাধা
জয়দেব বোস

বাঁশীর সুরেতে আলুথালু চুলে
চঞ্চলা রাধা জল আনার ছলে
রাধার মন থাকে না ঘরেতে,
কখন দেখা হবে তমালের সাথে —
যমুনাতে জল আনতে রাধা
তমালের কাছে পড়লো বাঁধা
শরমে লাল প্রেম অনুরাগে
ফুটলো ফুল হৃদয় বাগে ।
নত হয়ে আসে রাধার নয়ন–
নিশীথ রাতে গোপনে মিলন
তমাল রেখেছে রাধাকে মননে
তমালে জ্বলছে রাধামরম জ্বলনে ॥

(হরিদেবপুর, কলকাতা –৮২)

শ্লোগান – প্রতিবাদের
বিজন চন্দ

"রাস্তা কারোর একার নয়"– কথাটা সঠিক
পূর্ব–পশ্চিম–উত্তর–দক্ষিণ খোলা চারদিক।
রঙ–ও কারোর একার নয়–খেলবো চলো হোলী
লাল নীল সবুজ গেরুয়া–রঙের কিসের দলাদলি !
শ্লোগান কারোর একার নয়–রাম কিংবা রহিমের
জীবের প্রাণের বাঁচার রসদ–শ্লোগান প্রতিবাদের।

(পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা– ৯৩)

মেঘ কালো
কানন পোড়ে

নিত্য দিনে ছিল যত হাসি গান
চাপা পড়ে গেল সেদিনের দুঃখ অভিমান।
পূর্ণিমা জ্যোৎস্নাকে ঢেকে দিল মেঘের কালো,
গাছের কচিপাতা গুলো পেল না চিকন আলো।
ভ্রমর মৌমাছি আসে না মধু খেতে
কোকিল গাহে না গান আনন্দ–প্রীতে।
রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে এলোমেলো
ছটফটিয়ে ছিঁড়ছে পাখি পালকগুলো।

(জোকা, দঃ ২৪ পরগণা)

তেনা দের কথা
বিবেকানন্দ নস্কর

ঘোষেদের পুকুরের রূপচাঁদা মাছ
জোছনা আলোয় তারা শুরু করে নাচ
শ্যাওড়ার ডাল হতে বাড়াল কে হাত
ঝুপ করে মাছ ধরে ভরে কলাপাত।
রহিমের পোল্ট্রীর আলো নিভে গেলে
টকটকে দুটো চোখে আগুন জ্বলে
মুরগীর মাথা ছিঁড়ে চিবিয়ে কে খায়
তাড়া দিলে সাঁই সাঁই বাতাসে মিলায়।
বুবুদের চিলে ঘরে রাত ঠিক দুটো
কারা খেলে ইনডোরে ক্যারাম লুডো
ঘেরা ছাদে ধুপধাপ ফুটবল খেলে
কেউ বুঝি হতে চায় চুম্বকে পেলে।
শ্মশানে মশানে আর থাকে নাকো তারা
দখল নিয়েছে কষে মানুষের পাড়া।
আড়ালে লুকিয়ে থেকে কলকাঠি নাড়ে
ফসলের জমি গুলো ভরে বাঁশ ঝাড়ে॥

(সন্তোষপুর, দঃ২৪ পরগণা)

মা হওয়া নয় মুখের কথা
সুবিমল মাইতি

অনেক কষ্টে মা হয়েছি, কোলটা ভরে রাখে
ননী খেয়ে মুখটা ফেরায় লুকিয়ে দেখে মাকে
আঁচল ঢাকি খোকার মুখে, বুকটা আমার ফাটে,
আঁধার রাতে বিছানাতে দুঃখে দিনটা কাটে ।
খোকা আমার মুচকি হাসে জুড়ে আমার মন
মা হওয়া কঠিন ব্যাপার, গোটা বিশ্ব ভুবন।
হামাগুড়ি দেয় যখন খোকার মুখে হাসি,
কালো টিপটা পরিয়ে দিয়ে চোখের জলে ভাসি।
মনে মনে ভাবছি আমি, যতই দুঃখ হোক,
খোকা আমার বড় হলেই মিটবে আমার শোক।

(পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা)

নিঃশব্দ প্রেম
শ্যামল বিশ্বাস

অনেক ছিল বলার তবু বলতে পারিনি।
বারবার কাছে গেছি, সাহসী হ'তে চাইনি
তুমিও কি বোঝনি, কি কথা বলতে চাই—
একবারও কাছে আসোনি সাহস যোগাতে তাই ।
দিন আসে দিন যায়, মাসের পরে মাস ;
একলা আমি গুঞ্জরিয়া কাটাই বারোমাস।
কত কথা তোমায় বলি শুধু সেই কথাটি ছাড়া ;
আঁধার রাতে তারা ভিড়ে, তুমি আমার–ই ধ্রুবতারা॥

(ঢাকুরিয়া, কলকাতা–৩১)

জলছবি
মৃণালকান্তি দে

আমি ক্রমশঃ মিশে যাই শূণ্যতা ঘেরা সাগরে
সারি সারি উন্মুক্ত গাছের পার্থিব আয়োজন
আর শেষ বিকেলের আলোয় শূন্য তাল
কেবল একটা পাখি স্থির চোখে
আমার অনিমিখ ছায়ায়
সদ্যস্নাত এক ফালি স্থলভূমির উৎসবে।
যার প্রতিচ্ছবি জলের অগভীরে মাছের
মৃত চোখে মিলিয়ে যায়—
আর আমাকে ঘিরে সর্বক্ষণ অব্যস্ততার
বিকেলের জলছবি এঁকে যায়
কর্মশ্রান্ত এক পৃথিবী।

(সাগর, দঃ২৪ পরগণা)

এখানে ভাত কপালের নাম
কানাই লাল সাহু

এখানে রোদ্দুর ঝরে দিনরাত, হাপিত্যেশ ঘাম
এখানে মাঠে ধান গম, তবু ভাত কপালের নাম ।
এখানে দেউলে শিবঠাকুরের হাতে মায়াবী কারণ,
এখানে প্রেম ভাতে মাখামাখি হয়
এখানে শ্রাবণের প্রবাসী মেঘ, উড়ে শোকের রুমাল ।
এখানে দিঘিতে পেঁচিয়ে নীলচে মরণ ।
এখানে হাজারো হাজারো মানুষ আত্মঘাতী ড্রাগের নেশায়।
এখানে কোটি কোটি টাকা ওড়ে, ফলাও কারবার।
এ দেশে সব আছে, তবু ঈশ্বরী ভাত, কপালের নাম।
নিয়তি বলো দেখি –
এমন কী মায়া আছে, নাচে কোন ইশারায় !

(দীনেশ পল্লী, কলকাতা–৯৩)

ফুটপাথ
চিত্তরঞ্জন দাশ

সড়কের পাশে আমি শুয়ে থাকি সারা রাত।
আমার বুকের 'পর কেউ বাঁধে কুঁড়ে ঘর
কাউকে যোগাই আশা, কাউকে যোগাই ভাত।
ফুটপাথ। ফুটপাথ॥
প্রতিদিন শুনি শুধু জনতার অজুহাত—
বোঝে না আমার ব্যাথা, কেউই শোনে না কথা
কেউ পুঁতে খুঁটি, কেউ তার বাঁধে নির্ঘাত—
ফুটপাথ। ফুটপাথ॥
কেউ হাঁটে শান্তিতে, কারও ঘটে পরমাদ
নিজেদের দাবি নিয়ে হাঁটে কত ছেলে মেয়ে
আমার জন্য কারো মুখে নেই প্রতিবাদ—
ফুটপাথ। ফুটপাথ॥
আমাকে দখলে নিচে চলে কত সংঘাত—
নেতা আর বাহুবলী, শোনায় কত না বুলি।
সড়কে ঝলসে ওঠে প্রতিবাদী কত হাত—
ফুটপাথ। ফুটপাথ॥
সড়কের পাশ থেকে আমাকেই দিলে বাদ
নগর শ্রীহীন হবে, সে সব বুঝবে কবে?
অহেতুক কেন কর আমাকে আঘাত।
ফুটপাথ। ফুটপাথ॥

(মাথুর, রামনগর, দঃ ২৪ পরগণা)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি । কবিতা বা ছড়া (১২ ১ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ) । একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন । জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয় । প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন । যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন এই ঠিকানায় ॥ সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

গরিব দরদী

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্মীকান্তপুরের মধু ঘোষের নাম এই অঞ্চলে কেনা জানে। নামে মধু থাকলেও শরীরে আছে কঠিন বিষের কলসী। স্বয়ং লক্ষ্মীর আবির্ভাব তার পাঁচতলার প্রাসাদে। একদিকে রমরমিয়ে চলছে নটকোণা (কৃষি–সামগ্রী) দোকান অপরদিকে সদ্য কেনা কুড়ি বিঘে জমিতে ধান, গম আর আলুর চাষ। পার্টির আশীর্বাদে চার ভাইয়ের সরকারি চাকরিও হয়েছে। মধুবাবুর সংসারে আনন্দের জোয়ার। তিনতলার দালানে আরামকেদারায় পা দুলিয়ে মাঝেমাঝেই গরিব দীনদুঃখীদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন মধু ঘোষ। অজন্মার বছর–একফোঁটা বৃষ্টি নেই। অভাবের কষাঘাতে গরিবের বাসনপত্র বন্ধক পড়েছে মধু ঘোষের সিন্দুকে। অভাব তবু থেকে গেছে। হঠাৎ লোকমুখে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে নেতার গরিব–দুঃখীদের সাহায্য করার কথা। সাহায্যের আশায় নেতার বাড়িতে জমতে থাকে বায়েন, ভোল্লা, হাড়ি–দের ভিড়। বিরক্ত নেতার চিৎকার শোনা যায়– টাকা!... যত চাইবি পেয়ে যাবি–কিন্তু শতকরা ২৫ টাকা সুদ লাগবে। এই বুজে...। আর্তি জানায় গরিবের দল – আমাদের ছেলেমেয়ে মাশায় বলে, এরে আমার কে রে! শোধ দিতে না পারলে সোজা ঘরের পথে হাঁটা লাগা। তোদের সুখে রাখতে ঘরের বউ–ছেলেকে উপোস করাতে হবে নাকি?

স–ব রুপোস যেচে, এ রবস্তায় আপনার টাকাটো শোদ দিতে লারবো!

হাতে দামী সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে মধু ঘোষ খিঁচিয়ে

আতস কাঁচে

অজিদের দাপট

আইসিসি ইভেন্টে অস্ট্রেলিয়ার ভয়ংকর রূপের কথা কারও অজানা নয়। ওমান, ইংল্যান্ড–দুই দলকে হারিয়ে সুপার এইটের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। নামিবিয়ার বিপক্ষে ৮৬ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটের বিশাল জয়ে 'বি' গ্রুপ থেকে প্রথম দল হিসেবে সুপার এইট নিশ্চিত করল অজিরা। ওমানের পর গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে নামিবিয়ার।

হারে চটেছে পিসিবি

মাইনর সার্জারিতে কাজ হবে না। পাকিস্তান দলের প্রয়োজন মেজর সার্জারি। এবার তারই ব্যবস্থা করছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসীন নাকভি। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র, এরপর ভারতের বিরুদ্ধে হার। টি২০ বিশ্বকাপে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে বাবররা। যারপরনাই চটেছেন পিসিবি চেয়ারম্যান। ভারত–পাক ম্যাচের পর সেখানকার সংবাদমাধ্যমে নাকভি বলেন, 'মনে হয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট দলের জন্য মাইনর সার্জারিই যথেষ্ট। কিন্তু এ ধরনের খারাপ পারফরম্যান্সের পর এটা পরিষ্কার যে, দলে মেজর সার্জারি দরকার।' আগামী বছর পাকিস্তানের মাটিতেই বসতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। সেখানেই তরুণ প্রতিভাবানদের জন্য দরজা খুলে দিতে চান তিনি।

খেলা নিয়েই প্রশ্ন

এবারেও হয়নি। মিনি বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের সুযোগ পাবে বাবররা। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেই আবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ভারত–পাক। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকেই মিনি বিশ্বকাপ বলা হয়। কিন্তু আদৌ কি হবে সেই খেলা? প্রশ্ন এখন সেখানেই। কারণ, টুর্নামেন্টের আয়োজক পাকিস্তান। ভারত–পাক ম্যাচও রাখা হয়েছে পাকিস্তানেই। শেষ এশিয়া কাপেও আয়োজক ছিল পাকিস্তান। কিন্তু ভারত পাকিস্তানে যায়নি। টিম ইন্ডিয়া খেলেছে শ্রীলঙ্কায়। পাকিস্তান সেখানেই খেলতে গিয়েছিল। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ভারত–পাক লড়াই হওয়ার কথা লাহোরে। সূচির খসড়া আইসিসিকে পাঠিয়েছে। ভারত যে লাহোরে খেলতে যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই।

ম্যাচ দেখেই মৃত্যু

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে ভারত বাজিমাত করলেও, জীবনের কাছে হারলেন মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অমল কালে। নিউইয়র্কে নাসাউ স্টেডিয়ামে বসে ভারত ও পাকিস্তান ম্যাচ দেখছিলেন অমল। জানা গেছে, ম্যাচের সময়ই অসুস্থ বোধ করেন তিনি। এরপরই তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয় তাঁর। মাত্র ৪৭ বছর বয়সেই মৃত্যু হল মুম্বই ক্রিকেটের অন্যতম কর্তার। ২০২২ সালে ভারতের প্রাক্তন বিশ্বজয়ী সদস্য সন্দীপ পাতিলকে হারিয়ে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি হন অমল কালে।

টানা তিনবার

২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪। টানা তিনবার। ফ্রেঞ্চ ওপনে জয়ের হ্যাটট্রিক করলেন ইগা শিয়ানটেক। মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে ইতালির জেসমিন পাওলিনিকে পাত্তাই দেননি ২৩ বছর বয়সী এই পোলিশ তারকা। মাত্র ১ ঘণ্টা ৮ মিনিটের লড়াইয়ে পাওলিনিকে ৬–২, ৬–১ গেমে হারিয়ে এই হ্যাটট্রিক করেন বিশ্বের একনম্বর মহিলা টেনিস তারকা। এনিয়ে রোলাঁ গারোতে টানা ২১টি ম্যাচ জেতেন। সবমিলিয়ে ৫বারই তিনি গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠেছেন, পাঁচবারই চ্যাম্পিয়ন হন।

ধামাকা দিয়েই শুরু হল বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ

সুমনা মণ্ডল

অপেক্ষার অবসান, অবশেষে পথ চলা শুরু করল বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ। এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের সূচনা হল। ২২ গজের লড়াইয়ের আগেই হল ধামাকা তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

প্রথমে সিএবির বর্ষীয়ান সদস্য এবং প্রাক্তন কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব নরেশ ওঝা সহ বর্তমান কর্মকর্তারা প্রাক্তন সদর বর্ষীয়ান সদস্যদের সংবর্ধিত করেন। এরপর শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ধারাভাষ্যের কাজের জন্য বর্তমানে নিউইয়র্কে রয়েছেন। ফলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হলেন ঝুলন গোস্বামী। তার হাত ধরেই মাঠে আসে সুদৃশ্য ট্রফি। এরপর সমস্ত দলের পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেটাররা মাঠে প্রবেশ করেন।

মঞ্চে ছিলেন পুরুষ এবং মহিলা দলের অধিনায়করা। এর পর পুরুষ এবং মহিলা দলের সব ক্রিকেটারের সঙ্গে পরিচয় পর্ব হল। এরপর হল বিনোদনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন টলিউড অভিনেতা জিৎ এবং রুক্মিণী মৈত্র। সঙ্গে ধামাকাদার পারফরম্যান্স করলেন বলিউড অভিনেত্রী নুসরত ভারুচা। তার পারফরম্যান্স ছিল রীতিমতো চোখ ধাঁধানো।

জনপ্রিয় গানের সঙ্গে নাচলেন টলি বলির তারকারা। প্রতিটি দল গ্রুপ পর্বের সাতটি ম্যাচ খেলবে এবং শীর্ষ চারটি দল সেমিফাইনালে খেলবে। প্রথম স্থানে থাকা দলটি প্রথম সেমিফাইনালে চতুর্থ স্থানে থাকা দলের মুখোমুখি হবে। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলটি অন্য সেমিফাইনালে তৃতীয় স্থান অধিকারকারী দলের মুখোমুখি হবে। ফাইনাল খেলা হবে ২৮ জুন। এই টুর্নামেন্টে আটটি দল পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য শহর এবং জেলাগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে অংশ নেওয়া দলগুলি হল: লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স, অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স, হারবার ডায়মন্ডস, রশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস, সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স, মুর্শিদাবাদ কিংস, শ্রাচি রাড় টাইগার্স এবং সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা। এই টুর্নামেন্ট থেকে আগামী দিনে আইপিএলের তারকেরা উঠে আসবে বলে মনে করেন বাংলা দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

ছবি : সুমন সরদার

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে মেদিনীপুরের হয়ে খেলছেন ঋদ্ধিমান সাহা

প্রিয়ম গুহ

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলছেন ভারতের তথা বাংলার তারকা উইকেটকিপার ব্যাটার ঋদ্ধিমান সাহা। কয়েকদিন আগেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন ঋদ্ধি তারপরই শোনা যায় যে ঋদ্ধি ত্রিপুরা ছেড়ে বাংলায় ফিরবেন। এবারে তার বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলার খবরে বাংলায় ফেরার খবরে একপ্রকার স্বস্তি পাপালির ফ্যানদের। ঋদ্ধিমানের বাংলায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা ঋদ্ধিমানকে বাংলায় ফিরে পেয়ে খুব খুশি। এছাড়াও, বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলার আগ্রহ লিগে আরও গ্ল্যামার যোগ করবে'। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে নো অবজেক্টিভ সার্টিফিকেট (এনওসি) নিয়েছিলেন এবং বাংলার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপরই সিএবি শীর্ষস্থানীয় কর্তারা উদ্বোধনী মরসুমের জন্য রশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস দলে চোট পাওয়া অভিমন্যু ঈশ্বরণের পরিবর্তে বদলি মার্কি প্লেয়ার হিসাবে ঋদ্ধিমানকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মরসুমে বাংলার হয়ে খেলে অবসর নেবেন পাপালি। প্রসঙ্গত ঋদ্ধিমান ২০২৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পরে জানান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কথা দিয়ে কথা রাখেননি। এরপরে সিএবি

যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস ঋদ্ধির বাংলার প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আর তারপরই অভিমানে বাংলা ছাড়েন ঋদ্ধি। এছাড়াও যারা বিভিন্ন দলের হয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা হলেন, অভিষেক পোড়েল (কলাকাতা), মনোজ তিওয়াড়ি (হারবার ডায়মন্ড), অনুষ্টুপ মজুমদার (হাওড়া), শাহবাজ আহমেদ (রাঢ় টাইগারর্স), সুদীপ কুমার ঘরামি (মুর্শিদাবাদ), আকাশদীপ (শিলিগুড়ি) এবং মুকেশ কুমার (মালদা) এরা নেতৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের খেলোয়াড়দের নির্বাচন করবেন।

ছবি : প্রীতম দাস

বুমরাহ জ্বলে উঠতেই নিভে গেল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ ওভার ১৪ রান ৩ উইকেট। জসপ্রীত বুমরাহ। তিনিই গেমচেঞ্জার। তিনিই এক্স ফ্যাক্টর। তাঁর অনবদ্য বোলিংয়েই আরও একবার বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে সেলিব্রেশনে মাতল ভারতীয়রা। সব উইকেট হারিয়ে ১৯ ওভারে মাত্র ১১৯ রান তুলতে পেরেছিল ভারত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে ভারতের এটাই সর্বনিম্ন রান। প্রেডিকশন বলছিল ভারতের জয়ের সম্ভাবনা মাত্র ৮ শতাংশ। এমন সহজ টার্গেটেও চোখে মরীচিকা দেখলেন বাবররা। কারণ, প্রতিপক্ষে যে বুমরাহ রয়েছেন। ম্যাচের রঙ বদলে দিতে যিনি সিদ্ধহস্ত। ৭ উইকেট হারিয়ে তাদের মরণবাঁচন ম্যাচে তুলতে পারল ১১৩ রান। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পন্থের ৪২ ছাড়া কারোরই উল্লেখযোগ্য রান ছিল না। অক্ষর প্যাটেল ২০ করেন। অধিনায়ক রোহিতের রান ১৩। বাকিরা ২ অঙ্কে পৌঁছতে পারেননি। কোহলি ৪, সূর্য ৭, দুবে ৩, জাদেজা ০, হার্দিক ৭। বল হাতে বুমরাহর ৩ উইকেট ছাড়া ২টি নেন হার্দিক। একটি করে নেন অর্শদীপ ও অক্ষর। উইকেটের পিছনে তিনটি মূল্যবান ক্যাচ নেন ঋষভ পন্থ। পাক ক্যাপ্টেন বাবর আজম করেন ১৩। সর্বোচ্চ রিজওয়ান করেন ৩১ রান।

স্কোরবোর্ডে ১১৯ রানের সংগ্রহ নিয়ে মনোবল ধরে রাখা বোলারদের জন্য বরাবরই কঠিন। সেটা যদি ভারত—পাকিস্তানের মতো স্নায়ুক্ষয়ী ম্যাচে হয়, তবে

তো কথাই নেই! কিন্তু এই চাপকে জয় করেছেন বুমরাহরা। দলের হার না মানা মানসিকতার কারণে শেষ পর্যন্ত জয়টা এসেছে বলে মনে করেন রোহিত, 'এই দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হার না মানার মানসিকতা আছে। স্কোরবোর্ডে ১১৯ রান নিয়ে আমরা চেয়েছিলাম শুরুতে ধাক্কা দিতে, সেটা পরিনি। তবে ম্যাচের মাঝামাঝি সময়ে আমরা সংগঠিত হয়েছি এবং বলেছি, (ব্যাটিংয়ে) যা আমাদের সঙ্গে ঘটেছে, সেটা ওদের সঙ্গেও ঘটতে পারে। প্রত্যেকের ছোট ছোট অবদানই দলকে জিতিয়েছে। যে–ই বল করেছে, চেয়েছে পার্থক্য গড়ে দিতে।' এ সময় আলাদা করে বুমরাহর কথা মনে করিয়ে দেন রোহিত। ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে এই পেসারই মূলত পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন। তবে সামনের ম্যাচগুলোতেও বুমরাহর কাছ থেকে এমন পারফরম্যান্স দেখতে চান ভারত অধিনায়ক, 'বুমরাহ ম্যাচের সঙ্গে প্রতিনিয়ত উন্নতি করেছে। আমি তাকে নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না, আমরা বিশ্বকাপের শেষ পর্যন্ত এই মানসিকতা দেখতে চাই। বল হাতে সে দুর্দান্ত।' কঠিন চ্যালেঞ্জ জয়ে ভারতের ১২তম সদস্য হিসেবে ছিলেন সমর্থকেরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরা দলকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। সমর্থকদের কৃতিত্ব দিয়ে রোহিত বলেছেন, 'সমর্থকেরাও দারুণ ছিল। তারা কখনো হতাশ করেনি। আমরা পৃথিবীর যেখানেই খেলি না কেন, অনেক সমর্থক হাজির হয়েছে ও আমাদের সমর্থন দিয়েছে। তারা নিজেদের মুখে হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছে। এটা মাত্রই টুর্নামেন্টের শুরু, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।'

বাংলাদেশের হার

নিজস্ব প্রতিনিধি : যেন ভারত–পাকিস্তানের রিপ্লে ম্যাচ! সহজ টার্গেট। তাও পাকিস্তান পারেনি। বাংলাদেশও পারল না। ভারতের বিরুদ্ধে ১২০ রানের টার্গেট ছুঁতে বাaবররা থেমেছিল ১১৩ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার ১১৩ রান তাড়া করতে গিয়ে বাংলাদেশ থামল ১০৯ রানে। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ৪ রানে জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকা। টি২০ ক্রিকেটে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে জয় অধরাই থাকল বাংলাদেশের।

আলকারাজ জয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স ২১। এরমধ্যেই তিন গ্র্যান্ড স্লামের মালিক নাদালের উত্তরসূরী স্পেনের কার্লোস আলকারাজ। ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের দুর্দান্ত এক লড়াই। জেভেরভকে ৩–২ সেটের ব্যবধানে হারিয়ে লাল মাটির নতুন স্প্যানিশ রাজা হলেন আলকারাজ। এই গ্র্যান্ড স্লাম ১৪ বার জিতে প্রায় নিজেরই করে রেখেছেন নাদাল। জার্মানির জেভেরভকে হারাতে ম্যাচের ফল হয়েছে ৬–৩, ২–৬, ৫–৭, ৬–১ ও ৬–২। এই ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগে আলকারাজ জিতেছেন উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন। স্পেনের অষ্টম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতলেন আলকারাজ।

নতুন মরসুমের প্রস্তুতি শুরু সবুজ মেরুনের

হাবাস সরলেন, বাগানে ফুল ফোটানোর দায়িত্বে মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টবেঙ্গল যখন ঘর গুছোতে ব্যস্ত, তখন দল গুছিয়ে মাঠে নেমে পড়ল মোহনবাগান এসজি। নতুন কোচের তত্ত্বাবধানে শুরু হল নতুন মরসুমের অনুশীলন। মূলত মোহনবাগান দলের জুনিয়রদের নিয়েই অনুশীলন শুরু হয়। বাগানের কোচ এবার ডেগি কার্ডোজো। গত মরসুমে এফসি গোয়ায় যুব দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর অধীনেই অনুশীলন করবে ৩০ ফুটবলার। এই দলই এবার খেলবে কলকাতা লিগ। ডুরান্ডও খেলতে পারে এই দলই। মোহনবাগানের সিনিয়র দল থেকে দীপেন্দু বিশ্বাস, অভিষেক সূর্যবংশী, আমনদীপ সিং, সুহেল ভাট, অর্শ আনোয়ার, ফারদিন আলি মোল্লা, সুমিত রাঠি ও এনসন সিংদেরও রাখা হচ্ছে এবার কলকাতা লিগের দলে। এদিকে সবুজ মেরুনে হাবাস যুগের অবসান ঘটল। আইএসএল লিগ শিল্ড জয়ী কোচের সঙ্গে বাড়ল না চুক্তি। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের নতুন কোচ হলেন জোসে

মোলিনা। বেশ কয়েকদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, মূলত বর্ষীয়ান কোচের শরীরের কথা ভেবেই তাঁর সঙ্গে নতুন করে চুক্তি হল না। শেষপর্যন্ত কলকাতায় ফিরছেন আরও এক স্প্যানিশ কোচ। আন্তোনিও হাবাসের পর জোসে মোলিনার কোচিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এটিকে (তৎকালীন নাম)। কোচিং জীবনে অন্যতম সফল মোলিনা গত তিন বছর ছিলেন স্পেন ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের পদে। আবার কলকাতায় দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন তিনি। সবুজ মেরুনের দায়িত্ব নেওয়ার পর মোলিনা বলেন, মোহনবাগানের মতো ঐতিহ্যশালী ক্লাবের কোচ হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। ক্লাবকে আরও সাফল্য এনে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাকে হেড কোচ করার জন্যে আমি ক্লাবের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কাছে কৃতজ্ঞ। নতুন মরশুমে নিয়মকাননে কিছু পরিবর্তন আনছে আইএসএল কর্তৃপক্ষ। শোনা যাচ্ছে, হেড কোচ কোনও কারণে কোনও ম্যাচে কোচের দায়িত্বে না থাকতে পারলে, সেটা সামলাতে হবে ভারতীয় সহকারী কোচকে। হেড কোচের বিদেশি ডেপুটি সেই দায়িত্বে থাকতে পারবে না। আগের আইপিএলে গুরুত্বপূর্ণ সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন হাবাস। সেই সময় দায়িত্ব সামলান তাঁর ডেপুটি ম্যানুয়াল। কিন্তু আগামী আইএসএল থেকে সেটা আর হবে না। হয়তো মোহনবাগানের সিদ্ধান্তে এই কারণও প্রভাব ফেলেছে।

বিদেশিকে ছাড়লেও ক্রেসপোকে রাখল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছর ওড়িশা এফসি থেকে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিলেন সাউল ক্রেসপো। লাল–হলুদের ট্রফির খরা কাটাতে ক্রেসপো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কুয়াদ্রাতের দলের কার্যকরী স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের সঙ্গে এবার আরও ২ বছরের জন্য চুক্তি বাড়াল লাল–হলুদ। তাঁর সঙ্গে ২০২৫–২৬ পর্যন্ত চুক্তি বৃদ্ধি করেছে ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘ ১২ বছর পর গত মরসুমে জাতীয় স্তরের ট্রফি জিতেছে লাল–হলুদ ব্রিগেড। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে আগের মরসুমগুলির তুলনায় গত মরসুমে বেশি ম্যাচ জেতে লাল–হলুদ। কম সময়েই লাল–হলুদের প্রাণের ফুটবলার হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এমন ফুটবলারকে আর হাতছাড়া করতে পারেননি কার্লেস কুয়াদ্রাত। লাল–হলুদের স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'সাউল আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। গত বছর ও দুরন্ত ফর্মে ছিল। যদি সাউল মাঝমাঠের দখল নিতে পারে, তাহলে আমাদের আক্রমণ ভাগের প্লেয়াররা ঠিকঠাক বল পায়। আর তাতেই বিপক্ষের উপর চাপ তৈরি করা যায়।' ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি বৃদ্ধির পর ক্রেসপো বলছেন, 'লাল–হলুদ জার্সিতে ফের খেলতে পারব। খুবই ভালো লাগছে। ইস্টবেঙ্গল আর আমার কাছে টিম নয়, একটা পরিবার। সমর্থকদের প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি। ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। চাইব, ওরা এভাবেই সমর্থন করে যাক।' গোটা মরসুমে সাতটি গোল রয়েছে ক্রেসপোর। সঙ্গে একটি অ্যাসিস্ট। কলকাতা ডার্বিতেও দুরন্ত গোল রয়েছে তাঁর। ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠের রিমোট কন্ট্রোলটা কিন্তু গত মরসুমে ক্রেসপোর হাতেই ছিল। নতুন মরশুমে ক্রেসপোর থেকে আরও ভালো পারফরম্যান্স আশা করছে লাল–হলুদ শিবির। তাদের এবার পাখির চোখ, আইএসএলের শিরোপা জয়। এদিকে নতুন মরশুমের আগে পাঁচ ফুটবলারকে পাকাপাকি ভাবে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। তাঁরা হলেন মন্দার রাও দেশাই, অজয় ছেত্রী এবং তিন বিদেশি ভিক্টর ভাসকেজ, ফেলিসিয়ো ব্রাউন এবং আলেকজান্ডার প্যান্টিচ।

জেলায় জেলায় টক্কর

বসিরহাটের এক চিলতে ঘরেই রোহিতের একরাশ স্বপ্ন দেশের হয়ে ক্রিকেট খেলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক চিলতে ঘর। কোনওরকমে ঠাঁই। অথচ একরাশ স্বপ্ন। সেইটুকুই লড়াইয়ের সম্বল। মা যখন অন্যের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করে দিন কাটাচ্ছেন, বাবা যখন অন্যের বাড়ির ইট গাঁথছেন, তখন বাংলার অধিনায়ক হয়ে হায়দরাবাদ গেল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের রোহিত মণ্ডল। তাঁর খবর কে রাখে? গ্রেট ক্রিকেট স্টেপ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত অনূর্ধ্ব ১৫ টি২০ লিগ শুরু হয়েছে হায়দরাবাদে। সেই টি২০ লিগে দেশের ১৬টি দল অংশগ্রহণ করবে। যেখানে বাংলার হয়ে টি২০ লিগে অধিনায়কত্ব করছে বসিরহাটের বাদুড়িয়ার কানুপুর গ্রামের হত দরিদ্র পরিবারের কিশোর রোহিত মণ্ডল। ১৫ বছর বয়সেই বোলিং–এ ১৩০ গতির ঝড় বসিরহাটের এই কিশোরের। রুটি রুজির টানে বাবা–মা দুজনেই দিল্লিতে পরীযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর পরিবারে ৫ বছর বয়সে বাবা মায়ের কর্মসূত্রে দিল্লিতে যায় রোহিত। সেখানে ক্রিকেট

খেলা দেখে আসক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ক্রিকেট খেলাকে ভালোবেসে বাবা মায়ের কাছে ক্রিকেট খেলা শেখার আবদার জানায়। এভাবেই অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও পরিশ্রমের ফলে রোহিত দিল্লিতে স্থানীয় ক্লাবে এক কোচের নজরে পড়েন। তারপর খেলতে পঞ্জাব, হরিয়ানা সহ একাধিক রাজ্যে যায়। এর পর আন্ডার ফিফটিনে তেঘরিয়া ক্লাবে খেলছে ও দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ক্লাবের হয়ে খেলছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে রোহিতের আগুন ঝরানো গতির বোলিং–এর প্রশংসায় মুগ্ধ কোচেরাও। দারিদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করে ক্রিকেটে তার স্বপ্ন সফল হবে কিনা তা অবশ্য ভবিষ্যৎই বলবে। রোহিতের বাবা মহসিন মন্ডল চান, ছেলের একদিন দেশের জার্সি গায়ে উঠুক। গ্যালারিতে দেশের পতাকা হাতে আগুনে বোলিং–এর পাশাপাশি মারকাটারি ঝোড়ো ইনিংস দেখতে চান তিনি।

বিতর্কিত গোলে কাতারের বিরুদ্ধে স্বপ্নভঙ্গ ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়া হল না ইগর স্টিমাচের দলের। স্বপ্নভঙ্গ ভারতের। ৭২ মিনিট পর্যন্ত এক গোলে এগিয়ে থেকেও হার। দোহার জাসিম বিন হামাদ স্টেডিয়ামে কাতারের কাছে ১–২ গোলে হেরে বিশ্বকাপের যোগ্যতাঅর্জন পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডের গণ্ডি পেরোতে পারল না ভারতীয় দল। তবে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী একটা সময় পর্যন্ত আশার আলো দেখা গিয়েছিল। কিন্তু একটি বিতর্কিত গোলই সব শেষ করে দিল। তারপরই ছন্দপতন মেন ইন ব্লুদের। ফোকাস নড়ে যায়। শেষ ১৭ মিনিটে জোড়া গোল হজম। ইতিহাসের দোরগোড়াথেকে ফিরলেন গুরপ্রীত, ছাংতেরা। তবে তার জন্য অনেকটাই দায়ী রেফারিং। রেফারির ভুলের খেসারত দিতে হল ভারতকে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কাতারের বিরুদ্ধে হারলে চলত না। জয় বা ড্র

প্রয়োজন ছিল। তারপর অপেক্ষা করতে হত কুয়েত–আফগানিস্তান ম্যাচের রেজাল্টের। সেই ম্যাচ ড্র হলে তৃতীয় রাউন্ডে চলে যেত ভারত। সেই অনুযায়ী শুরুটা যথেষ্ট ভাল হয় স্টিমাচের দলের।দলে তিনটে পরিবর্তন করেন ক্রোয়েশিয়ান কোচ। প্রথম একাদশে ফেরেন মনবীর সিং, ব্রেন্ডন ফার্নান্দেজ এবং রহিম আলি। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে ব্রেন্ডন ফার্নান্দেজের পাস থেকে বাঁ পায়ের আলতো পুশে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন ছাংতে। শক্তিশালী কাতারের বিরুদ্ধে যা অপ্রত্যাশিতই বলা যায়। কিন্তু অবশেষে কাটে গোলের খরা। প্রথম পর্বের কুয়েত ম্যাচের পর এটাই ছিল ভারতের প্রথম ফিল্ড গোল। বিরতিতে ১–০ গোলে এগিয়ে ছিল ভারত। কিন্তু তীরে গিয়ে তরী ডুবল। এগিয়ে গিয়েও ম্যাচের ৭৩ মিনিটে গোল হজম। তবে বিতর্কিত গোল। গুরপ্রীত ইউসুফ আইমেনের হেড বাঁচানোর পর ভারতীয় ফুটবলাররা ভেবে নেয় বল পাশ্ববর্তী রেখার বাইরে চলে গিয়েছে। কিন্তু রেফারি বাঁশি বাজায়নি। হাসান সেই বল বাইরে থেকে নিয়ে আবার আইমেনকে দেয়। যা জালে রাখেন কাতারের ফুটবলার। বিতর্কিত গোল। খেলা থামিয়ে ভারতীয় ফুটবলাররা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়। দাবি করে, বল মাঠের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। রেফারি নিজের সহকারীর সঙ্গে আলোচনা করে গোলের সিদ্ধান্ত বজায় রাখেন। সমতা ফেরায় কাতার। এই একটি মুহূর্তেই ভারতীয়দের মনোবল ভেঙে দেয়। যার খেসারত দিতে হল। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে ২–১ করেন আলরাওয়ি।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com